বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিঃ)
অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩৭
৬(১)	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ড় হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্ড়ব্য)	৩৮
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ০২/০৮/১৪২১ বঃ
১৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ১৯৯০ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লি-খিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২১/০৭/২০১৪ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	(BTB) বিটিবি	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C(HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypotication	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১$^{১/২}$ গুণ)। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১$^{১/২}$ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৩।	CC(Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	(ETP) ইটিপি	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	(FBPN) এফবিপিএন	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
৭।	(FBP) এফবিপি	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	(IDCP) আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	এলটিআর (LTR)	=	Loan Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ।
১১।	(LIM) লিম	=	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
১২।	(PAD) পিএডি	=	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
১৩।	(LC) এলসি	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
১৪।	(PC) পিসি	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	(PSC) পিএসসি	=	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড

				লোন সৃষ্টি করা হয়।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব		-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে বক রাখা হয়। সাধারনতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :		-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে গৃহীত কার্যক্রম।
২৭	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০	Funded liability		-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো),সিসি(পে-জ),প্রকল্প ঋণ,কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ,ভোগ্যপন্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়।তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে

				সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:- লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি,ফোর্সড লোন(রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
৩১	Non-funded liability	=	-	এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমন:- ব্যাক টু ব্যাক এলসি,এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	অপর্যাপ্ত ডাউনপেমেন্টের ভিত্তিতে বারংবার পুনঃ তফসিল সুবিধা দিয়েও টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	১০৬,৯৩,৪৮,৮৬১
২	ঋণ নীতিমালার শর্ত ভংগ করে পুনঃ তফসিল করা, শর্ত মোতাবেক টাকা আদায় না করা এবং মেয়াদউত্তীর্ণ ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের টাকা ক্ষতি।	৫৪,০৮,২৬,৮১৯
৩	নীতিমালার শর্ত ভংগ করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত এলটিআর ঋণ পুনঃ তফসিল করা, জামানতবিহীন দীর্ঘদিন পূর্বের এলটিআর ঋণের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	৪৯,২৮,৬৫,৬৭০
৪	নীতিমালা উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঋণ সুবিধা দেয়া, সিসি ঋণের অর্থ ব-কড হিসাবে রাখা, ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না করে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	৪৮,৩৫,৬৪,৮৫২
৫	স্বল্প সময়ে ঋণ সীমা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	২০,৪০,২৮,৬৩৬
৬	বারংবার পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া, জামানতের অবমূল্যায়ন করে অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা দেয়া, অপ্রতুল জামানত, প্রকল্পের সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করে আত্মসাৎ করার ফলে ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	১৪,১৮,০০,০০০
৭	ব্যাংক কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে ঋণ সীমা বর্ধিতসহ নবায়ন করা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা দীর্ঘদিন যাবৎ সীমাতিরিক্ত দায় ও লেনদেন না থাকা এবং সীমাতিরিক্ত দায় সত্ত্বেও পুনঃ নবায়ন করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	৬,৬৮,৮৩,৪৯০
৮	ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা তৈরী পণ্য রপ্তানি অযোগ্য হওয়ায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না হওয়ায় এবং অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	২,০৭,৩৯,০০০
৯	চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টাকা আদায় না করায় ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি টাকা ।	৮,১১,৮৬,৩৩০
১০	প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় না করা এবং আংশিক অবলোপন করে ফেলে রাখায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি টাকা ।	২৯,১৭,৩৭,৩৯০
১১	প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি টাকা ।	২৬,১৬,৮১,৮৭৭
১২	মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণের সীমাতিরিক্ত দায়সহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি টাকা ।	৩,১৬,৯৪,১১৮
১৩	রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা পুনঃতফসিল সত্ত্বেও প্রকল্পের টাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ চলতি মূলধন ঋণের টাকা তদারকির অভাবে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	১৩,১২,২৭,১৯০
১৪	খুলনা মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ এর সিসি পে-জ হিসাবে ডি পি ঘাটতি (Drawing power) ২,০৯,৪৪,৬৬১ টাকা সহ সিসি (পে-জ ও হাইপো) এলটিআর বিড বন্ড ও পিজি হিসেবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি টাকা।	১২,৭১,৩৬,২৮৫
১৫	মেসার্স এম.আর.রাইস মিলস্ (প্রা:) লিঃকে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরকরত: ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ অন্যত্র স্থানান্ড়রপূর্বক খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় ক্ষতি টাকা।	৬,১৫,৪৯,৫০৭

১৬	অনিয়মিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী হওয়ায় দীর্ঘদিন পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	১,০২,০৪,৭৪০
১৭	মুন্সিপাড়া শাখার ঋণগ্রহীতা মেসার্স এম.আর. ফ্লাওয়ার মিলস্ কে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করত: লিমিট বৃদ্ধিপূর্বক তদারকির অভাবে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	৫,৪৭,৫০,৪০০
১৮	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও ঝুঁকি বিবেচনা না করে মেসার্স উত্তরা হিমঘর লিঃ এর জামানতে দ্বিতীয় চার্জ এর বিপরীতে সিসি (পে-জ) ঋণ প্রদান করায় এবং প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা দেশান্ড়রী হওয়ায় ও প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা।	২,৯৪,৩৬,৯৩৪
১৯	কম্পিউটার অপারেশনের মাধ্যমে এডিটিং করতঃ এফডিআর এর মালিকানা, ঠিকানা,রশিদ নম্বর ও হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে এফডিআর বিএসপি/পিএসপি ইস্যু করে জালিয়াতির মাধ্যমে ৬০.০০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর বিপরীতে শাখার মেয়াদী আমানত ও প্রোটেস্টেট বিলস খাত হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি টাকা	৮৩,০৬,৭০৫
২০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্ড়ব্য।	–
	সর্বমোট	**৪১০,৮৯,৬৮,৮০৪**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০০২ হতে ২০১০ পর্যন্ড় বিভিন্ন হিসাব

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল	২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ২৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৫	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, কপোরের্ট শাখা, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা	২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩১-০১২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৬	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, দিনাজপুর ও তদধীনস্থ নয়টি শাখা	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৭	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা ঢাকা	১২-৯-২০১১খ্রিঃ হতে ২৯-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশে- ষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশি-ষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ অপর্যাপ্ত ডাউন পেমেন্টের ভিত্তিতে বারংবার পুনঃ তফসিল সুবিধা দিয়েও টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি ১০৬,৯৩,৪৮,৮৬১ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট ও মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অপর্যাপ্ত ডাউন পেমেন্টের ভিত্তিতে বারংবার পুনঃতফসিল সুবিধা দিয়েও টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের কারণে ব্যাংকের ক্ষতি ১০৬,৯৩,৪৮,৮৬১ টাকা। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।**
- এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিঃ কে প্রথম ২০০৩ সালে প্রকল্প ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। তারপর বিএমআরই, ডিমান্ড লোন ও লিম সিসি (হাঃ) ঋণ বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট লিঃ কে ২০০৪ সালে প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয় । পরে বিএমআরই, সিসি (হাঃ) ঋণের মঞ্জুরী দেয়া হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় সমুদয় ঋণসমূহ একত্রীকরণ করেও টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- একই গ্র"পভুক্ত এমআর সোয়েটারের নীতিমালার শর্ত ভংগ করে ১৮.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৯.০০ লক্ষ টাকা; ১.০৮ কোটি টাকার পরিবর্তে ১৮.০০ লক্ষ টাকা; ৯৮.৫০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২.০০ লক্ষ টাকা এবং এরপরে একবার কোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও ঋণের পরিমাণ দায় অনাদায়ী রয়েছে।
- মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিটকেও নীতিমালার শর্ত ভংগ করে তিনবার কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত মোট ছয় বার পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও বিশাল দায় অনাদায়ী রয়েছে।
- ঋণ হিসাবদ্বয়ের বিশাল দায়ের বিপরীতে প্রকৃত জামানত রয়েছে মাত্র ৬.৯২ কোটি টাকা যা বিক্রয় করে ঋণের দায় আদৌ আদায় সম্ভব নয়। ৬৪.৭৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও ভবন রয়েছে যা ভবিষ্যতে অব্যবহৃত হয়ে শুন্য মূল্যে পরিণত হবে।
- ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে কোন সহজামানত নেই। প্রকল্পদ্বয় সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে কিন্তু টাকা অনাদায়ে ক্ষতিজনক মানে শ্রেণী বিন্যাসিত হয়ে রয়েছে।
- প্রতিষ্ঠান দু'টি আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য ২২-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বোর্ড হতে নির্দেশ দেয়ায় প্রতীয়মান হয় একই প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নামে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংকের সংগে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।
- সর্বশেষ ১৬-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২৭৮তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় এমআর সোয়েটার কম্পোজিট এর ১.৭৪ কোটি এবং জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট এর ক্ষেত্রে ১.১৩ কোটি টাকার ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট পুনঃ তফসিলের সুবিধা চাওয়া হয়েছিল যা অনিয়মিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, পর্ষদের ২০২তম (তারিখ ২৭-১২-২০১০ খ্রিঃ) সভায় পূর্বের মেয়াদে রেখে ১ম কিস্ড়ি ৩০-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নির্ধারণ করে পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। শর্ত মোতাবেক ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় ৩টি কিস্ড়ি আদায়যোগ্য হয়েছে যার প্রতি কিস্ড়ি ২.৭৪ কোটি টাকা। কিন্তু গ্রাহক ১টি জমা দিয়ে পুনরায় তফসিল পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই পুনঃ তফসিল এর জন্য পুনঃ আবেদন করা হয়েছে। ঋণ হিসাব দু'টি ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীবিন্যাসিত রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- বারংবার পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান বিধি সম্মত হয়নি।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২০-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণ দুটি ০৭-১০-২০২০ এবং ১৮-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় কিস্ড়ি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের সাথে একমত পোষন করে বারবার পুনঃতফসিল সুবিধা দিয়েও টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণ দু'টি ৭-১০-২০২০ এবং ১৮-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় পুনঃ

নির্ধারণের যৌক্তিকতাসহ কিস্তির পরিমাণ কত, কত কিস্তি আদায় হয়েছে এর বিবরণী ও প্রমাণকসহ পুনরায় জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ ঋণ নীতিমালার শর্ত ভংগ করে পুনঃ তফসিল করা, শর্ত মোতাবেক টাকা আদায় না করা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৪,০৮,২৬,৮১৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স এ্যাডভান্সড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- ঋণ নীতিমালার শর্ত ভংগ করে পুনঃ তফসিল করা, শর্ত মোতাবেক টাকা আদায় না করা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৪,০৮,২৬,৮১৯ টাকা । **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)।**
- ২০১৩ সালের মধ্যে আদায়ের লক্ষ্যে ৩টি ধাপে ২৮-১২-২০০৬,০৮-১১-২০০৭, এবং ০২-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরী প্রদান ও বিতরণ করা হয় । কিন্তু কিস্ড়ি আদায়যোগ্য হলে ঋণসমূহ একীভূত করার নামে পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার বিআরপিডি/০১ তারিখঃ-১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ নির্দেশ মোতাবেক এবং অগ্রণী ব্যাংকের নীতিমালার শর্তাবলী ভংগ করে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট যথাযথভাবে গ্রহণ না করেই পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। যা অনিয়মিত।
- মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক প্রথম কিস্ড়ি বিতরণের তারিখ হতে ১৩ মাসান্ড়ে কিস্ড়ি পরিশোধযোগ্য ছিল অর্থাৎ ২০০৭ সালে কিস্ড়ি আদায়যোগ্য ছিল যা পুনঃ তফসিল করে ৩১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে নেয়া হলেও টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- ২৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ পুনঃ তফসিল অনুযায়ী ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় ৪,৪৯,৯৫,৮৯০ টাকা আদায়যোগ্য হলেও আদায় করা হয়েছে মাত্র ৫৬,৫১,৪৫৫ টাকা।
- পুনঃ তফসিলের শর্ত মোতাবেক পর পর দু'টি কিস্ড়ি খেলাপী হলে পুনঃ তফসিল বাতিলযোগ্য হয় কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে উক্ত নির্দেশ মঞ্জুরীপত্রে উলে- খ করা হয়নি।
- এছাড়াও গ্রাহককে দীর্ঘদিনের সুবিধা দিয়ে ডিমান্ড লোনের টাকা পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- আবার ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ ডিমান্ড লোনের টাকাও আদায় না করে ফেলে রাখা হয়েছে।
- স্টকলট মালামালের সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি জানা গেল না যা দীর্ঘ দিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে বিক্রয় অযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পটি বড়, ৩ বৎসরে ৩ ধাপে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ১ম ধাপে বিতরণকৃত ঋণ ২য় ধাপের ঋণ বিতরণের পূর্বেই আদায়যোগ্য হওয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। ডিমান্ড লোনের টাকা আদায়ের বিষয়ে এবং স্টকলটের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। পুনঃ তফসিলের পর দু'টি কিস্ড়ি খেলাপী না হওয়ায় পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- ১ম ও ২য় ধাপে বিতরণকৃত ঋণ কোন ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকেই পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। জমি রেজিস্ট্রির সময় মৌজার রেট ছাড়াও বেশী বা প্রকৃত ক্রয়মূল্য দেখানো যায়। যাতে কোন অনিয়ম নেই।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট জমা নিয়ে ঋণ হিসাবটি পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি। তবে অনাদায়ী কিস্ড়ি আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গ্রাহক ১৩/১১ নং ডিমান্ড লোন হিসাবটিতে সমন্বয়সহ মোট ৭৬,০৪,৯৫৫ টাকা পরিশোধ করেছেন এবং তার বর্তমান ডিমান্ড লোন হিসাব নম্বর ১৬/১১ এর দায়স্থিতি পুনঃ তফসিল করা হয়েছে ডিমান্ড লোন হিসাবটি নিয়মিত আছে। অব্যবহৃত স্টকলট মালামাল বিক্রির জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আংশিক মালামাল বিক্রি/রপ্তানি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংশি- ষ্ট ডিমান্ড লোন হিসাবে জমা করেছেন। এই কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি

উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে ডাউনপেমেন্ট জমাদানের স্বপক্ষে প্রমাণক পুনঃ তফসিলের শর্ত মোতাবেক পরপর দু'টি কিস্ড়ি খেলাপী না হওয়ার অথ্যাৎ কিস্ড়ি আদায়ের প্রমাণক এবং স্টকলটের মালামাল বিক্রি/রপ্তানি করে ডিমান্ড লোন হিসাবে জমা প্রদানের প্রমাণক প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে জড়িত অর্থ সত্বর আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ নীতিমালার শর্ত ভংগ করে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত এলটিআর ঋণ পুনঃ তফসিল করা, জামানতবিহীন দীর্ঘদিন পূর্বের এলটিআর ঋণের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৯,২৮,৬৫,৬৭০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স রূপগঞ্জ ট্রেডিং কোং এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- নীতিমালার শর্ত ভংগ করে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত এলটিআর ঋণ পুনঃ তফসিল করা, জামানতবিহীন দীর্ঘদিন পূর্বের এলটিআর ঋণের টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৯,২৮,৬৫,৬৭০ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।**
- ব্যাংকের ২৯-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরীপত্রের নির্দেশ মোতাবেক জানুয়ারী/১২ মাসের মধ্যে ডাউনপেমেন্টের ১১.০০ কোটি টাকা প্রদান করার শর্ত গ্রাহক কর্তৃক পরিপালন না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বির"দ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং মঞ্জুরীপত্রও বাতিল করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার বিআরপিডি/০১ তারিখঃ-১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ ও ব্যাংকের নীতিমালার নির্দেশ ভংগ করে ডাউন পেমেন্টের টাকা বকেয়া রেখেই পুনঃ তফসিল সুবিধা দিয়ে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। ব্যাংকের ২৭-০৩-২০১২খ্রি: ও ১৬-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখের মাধ্যমেও উক্ত ডাউন পেমেন্টের টাকা জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা আদায় হয়নি।
- দীর্ঘদিন পূর্বের এলটিআর ঋণের টাকা আদায় না করে ফেলে রাখা হয়েছে।
- এলটিআর ঋণের মালামাল এলসির মাধ্যমে আমদানি করে বাজারে বিক্রয়পূর্বক ব্যাংকের টাকা পরিশোধের বিধান রয়েছে।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ২০১০ সালের আমদানীকৃত তুলা গ্রাহক এতদিন বিক্রয় না করে গোডাউনে রাখেনি। অর্থাৎ গ্রাহক কর্তৃক এলটিআর ঋণের টাকা পরিশোধ না করে তুলা বিক্রিত অর্থ অন্যত্র ব্যয় করায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- আমদানিকৃত মালামাল বিক্রিত সমুদয় অর্থ ব্যাংকে পরিশোধযোগ্য বিধায় এলটিআর ঋণের টাকা পুনঃ তফসিল করার কোন অবকাশ নেই।
- বর্তমানে ঋণের হিসাবটি নবায়নযোগ্য। বিক্রয়যোগ্য কোন জামানত বা সহজামানত না থাকায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় ৪৮,৭৮,৬১,৪৭১ টাকার এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করে উক্ত পরিমাণ টাকা গ্রাহকের অনিয়মিতভাবে অন্যত্র ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে ব্যাংকের বিশাল দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সর্বোপরি এলটিআর ঋণের টাকা আদায়ের জন্য তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অনিয়মিতভাবে পুনঃ তফসিলের সুবিধা দিয়ে গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে ব্যাংকের পাওনা অর্থ অন্যত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রচলিত বিধিমতে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ৬ কোটি টাকা ডাউনপেমেন্টে পুনঃ তফসিল করা হয় । কিন্তু জানুয়ারী ২০১২ এর মধ্যে ১১.০০ কোটি টাকা জমা দানে ব্যর্থতায় তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। পুনরায় টাকা পরিশোধ সাাপেক্ষে পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া হয়। বর্তমানে সুদসহ সমুদয় ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- বিধি মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট আদায় সাপেক্ষে পুনঃ তফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রেও আদায় হয়নি। বিধি মতে আমদানিকৃত মালামাল বিক্রয় করে টাকা পরিশোধযোগ্য হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্টক লটের মালামাল স্টকে আছে কিনা তার কোন জবাব দেয়া হয়নি।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে গ্রাহককে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক শাখার সাথে এ পর্যন্ড় কোন যোগাযোগ করেনি। তবে অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।এই কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ

বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ নীতিমালা উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঋণ সুবিধা দেয়া, সিসি ঋণের অর্থ ব-কড হিসাবে রাখা, ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না করে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৮,৩৫,৬৪,৮৫২ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে দি আর্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্যানারী লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- নীতিমালা উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ঋণ সুবিধা দেয়া, সিসি ঋণের অর্থ ব-কড হিসাবে রাখা, ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ সত্ত্বেও টাকা আদায় না করে ফেলে রাখায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৮,৩৫,৬৪,৮৫২ টাকা । **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।**
- ১৭.১৯ কোটি টাকার জামানত সম্পত্তির বিপরীতে ২৭ কোটি টাকার সিসি (হাঃ), ২ কোটি টাকার ঈদ অগ্রিম এবং পূর্বের বিতরণকৃত ঋণের ১৪.০৩ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৪৩.০৩ কোটি টাকার ঋণ ২০১০ সালে বিতরণ করা হয় যা অনিয়মিত।
- ২০০২ সালের আর্থিক ক্ষমতা তফসিল-১ এর নির্দেশ মোতাবেক সিসি (হাঃ) ঋণের ক্ষেত্রে ১.৫০ গুণ সহজামানত গ্রহণযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- ১৯৯৪ সালের বিতরণকৃত ঋণের টাকা ২০০৯ সালে পুনঃ তফসিল করে ব-কড হিসেবে নেয়া হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন রকম ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকেই এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যা অনিয়মিত।
- এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার বিআরপিডি (একই) ২৬০/১৩/২০০৮-১১৬ তারিখঃ-১৩-০৫-২০০৮ খ্রিঃ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে কমপ্রোমাইজ এমাউন্ট এর ৫% হারে ১.৯৫ কোটি ডাউনপেমেন্ট নগদে গ্রহণ না করেই পুনরায় ঋণ সুবিধা দেয়া হয়েছে। উলে-খ্য যে উক্ত ডাউনপেমেন্টের কোন টাকাই অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি।
- ১৫-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ২৫.০০ কোটি টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হলেও একই ধরনের খেলাপী গ্রাহককে শাখা কর্তৃক সুপারিশ করে ১০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঋণ সীমা ২৫.০০ কোটি টাকা হতে ২৭.০০ কোটি টাকা করা হয়। যা গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন।
- উক্ত ঋণের মেয়াদ ৩১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না করে ফেলে রাখা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন টাকা আদায় হয়নি ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় রয়েছে ৩.৫৩ কোটি টাকা।
- প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ চালু থাকা অবস্থায় ঈদ অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত ২.০০ কোটি টাকার মেয়াদ ১৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় করা হয়নি।
- ২০০৯ সালে ব-কড সুবিধা দেয়ার জন্য অদ্যাবধি কোন টাকা আদায় হয়নি।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দুরদর্শিতার অভাবে গ্রাহকের ৩০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক সিআইবিতে অনিয়মিত দেনা ১.৩ কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ঋণ সুবিধা দিয়ে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবটি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বির"দ্ধে লিগ্যাল নোটিশ জারি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সত্বর ভ্যাকেট করা টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে দি আর্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্যানারী লিঃ এর বির"দ্ধে অত্র ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবি এর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।এই কার্যালয় ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ স্বল্প সময়ে ঋণ সীমা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২০,৪০,২৮,৬৩৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স রোকো এন্টারপ্রাইজের ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- স্বল্প সময়ে ঋণ সীমা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২০,৪০,২৮,৬৩৬ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)।**
- শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৪ কোটি টাকার এলটিআরের ঋণ সীমা মঞ্জুরী দেয়া হয় যার মেয়াদ ছিল ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়। উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই স্বল্প সময়ে অর্থাৎ ৬ মাসের মধ্যে ঋণ সীমা দ্বিগুণ করে ৮.০০ কোটি টাকা করা হয়।
- গ্রাহক কর্তৃক সেই সুযোগে উপর্যুপরি মালামাল আমদানি করে সীমাতিরিক্ত ৮,২০,০৭,০৮০ টাকার এলটিআর সৃষ্টি করে মালামাল বিক্রি করে দিয়ে ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করে ক্ষতি করা হয়েছে।
- সংশি- ষ্ট এলটিআরের বিপরীতে ১০ কোটি টাকার চেক গ্রহণ করে যথাসময়ে কালেকশনের জন্য পাঠানো হলে অপর্যাপ্ত তহবিলের জন্য চেকগুলো ডিজঅনার হয়। ১৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরে ঋণের বিপরীতে কোন টাকা জমা করা হয়নি।
- মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই ঋণ সীমা দ্বিগুণ স্থিতি করে গ্রাহক কর্তৃক বড় অংকের টাকা আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
- এলটিআরের টাকা জমা না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের ২৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনটি এলসির বিপরীতে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ব্যাংকের ১,৬২,৯৬,৪১৯ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।
- ৮.০০ কোটি টাকা ঋণ সীমার সিসি(হাঃ) ঋণের মেয়াদ ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় সীমাতিরিক্ত মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ৯,৩১,৬৬,০২৯ টাকা রয়েছে।
- আইএফসিসি দায়ও রয়েছে ৪৩,৩৪,০০০ টাকা। সর্বোপরি মোট ২০,৪০,২৮,৬৩৬ টাকা দায়ের বিপরীতে ১২.৭৮ কোটি টাকার সহজামানত রয়েছে ফলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- আলোচ্য ঋণসমূহ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্রদান করা হয়েছে এবং ম্যাচুরিটির তারিখও ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে কিন্তু টাকা প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- উক্ত ঋণসমূহের বিপরীতে স্বীকৃত ব্যতীত অন্য কোন জামানত নাই যা অত্যন্ড় ঝুঁকিপূর্ণ।
- ক্রেতা কর্তৃক মালামাল বুঝে পাওয়া সত্ত্বেও এবং ১২০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ঋণের অর্থ পরিশোধকারী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ করা হয়নি। ফলে টাকাও আদায় হয়নি/প্রত্যাবাসিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ঋণগ্রহীতার অনুকূলে বর্ণিত ঋণ সীমার মঞ্জুরী দেয়া হয়। পরবর্তীতে গ্রাহকের ১৩-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে এলসির ও এলটিআরের ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- মেয়াদ উত্তীর্ণের পর পর নবায়নের সময় ঋণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, বর্তমানে ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারির বিপরীতে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। রীট পিটিশন খারিজ করার বিষয়টি আদালতে প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া জেলা জজ আদালতে এনআই এ্যাক্ট এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৬।

শিরোনাম ঃ বারবার পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া, জামানতের অবমূল্যায়ন করে অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা দেয়া, অপ্রতুল জামানত, প্রকল্পের সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করে আত্মসাৎ করার ফলে ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,১৮,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স যশ লেদার ইন্ডাঃ লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- বারবার পুনঃ তফসিল সুবিধা দেয়া, জামানতের অবমূল্যায়ন করে অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফ সুবিধা দেয়া, অপ্রতুল জামানত, প্রকল্পের সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করে আত্মসাৎ করার ফলে ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,১৮,০০,০০০ টাকা। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "চ" তে দেখানো হলো)।**
- ১৯৯৫ সালে প্রকল্প ঋণ, ১৯৯৮ সালে সিসি এবং ২০০২ সালে সিসি (হাঃ ও পে-জ) ঋণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু যথাযথভাবে টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ২০০৪ সালে ঋণ হিসাবসমূহ ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়। তবে টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- জামানত সম্পত্তির অবমূল্যায়ন করে এবং ২০০৭ সালের মূল্যায়ন ধরে ২০১০ সালে সুদ মওকুফ সুবিধা দেয়া হয়েছিল যা অনিয়মিত।
- কারণ ২০০৭ সালের তুলনায় ২০১০ সালে জমির মূল্য কয়েকগুণ বেশী হওয়ার কথা। ২০১০ সালে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হলে সুদ মওকুফ সুবিধা না দিয়েই জামানত সম্পত্তি বিক্রয় করেই ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব ছিল।
- ১৯৯৫ সালে ঋণ প্রদানকালে ডেমড়া থানা এলাকার শুন্য মৌজার ১২৭ শতক জমির মূল্য ছিল ০.২৪ কোটি টাকা কিন্তু ১২ বৎসর পরে ২০০৭ সালে মূল্যায়ন করা হয়েছে মাত্র ০.২৮ কোটি টাকা যা অবাস্ড়ব ও অকল্পনীয়।
- বর্তমানে গ্রাহকের নিকট পাওনা রয়েছে ১৪.১৮ কোটি টাকা কিন্তু ২০০৭ সালের মূল্যায়ন মোতাবেক জামানত সম্পত্তির মূল্য ৫.৭০ কোটি টাকা ফলে ভবিষ্যতে দায়ের টাকা আদায় করা সম্ভব নয়।
- প্রকল্পের সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ১৫-০৩-২০১২খ্রিঃ হতে ১৬-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক আত্মসাৎ করা হলেও ঐ সময়ে ব্যাংকের পক্ষ হতে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সমুদয় মালামাল আত্মসাতের পরে ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন করে মামলা দায়ের করা হয় এবং সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল করা হয়। কিন্তু আত্মসাৎকৃত কোন টাকা আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ ছিল। যথাযথভাবে পুনঃ তফসিল করা হয়। বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্যায়ন করা হয়। ব্যাংকের অগোচরে মালামাল বিক্রয় করায় থানায় মামলা করা হয়েছে এবং টাকা আদায়ের জন্য মামলা করা হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- সত্বর টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, প্রকল্পের সমুদয় যন্ত্রপাতি গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় করার ফলে ব্যাংক কর্তৃক সংশি-ষ্ট থানায় এফআইআর করা হয়েছে। পুনঃ তফসিলকৃত সুবিধা ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। এ কার্যালযের ২৩-০৬-২-১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিবিড়ভাবে অনুসরণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিবিড়ভাবে অনুসরণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭।

শিরোনাম ঃ ব্যাংক কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে ঋণ সীমা বর্ধিতসহ নবায়ন করা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা দীর্ঘদিন যাবৎ সীমাতিরিক্ত দায় ও লেনদেন না থাকা এবং সীমাতিরিক্ত দায় সত্ত্বেও পুনঃ নবায়ন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৬৮,৮৩,৪৯০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেসার্স ফজলুর রহমান এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ এর ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- ব্যাংক কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন না করে ঋণ সীমা বর্ধিতসহ নবায়ন করা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা, দীর্ঘদিন যাবৎ সীমাতিরিক্ত দায় ও লেনদেন না থাকা এবং সীমাতিরিক্ত দায় সত্ত্বেও পুনঃ নবায়ন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৬৮,৮৩,৪৯০ টাকা। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ছ" তে দেখানো হলো)।**
- সিসি (হাঃ) ঋণের বিপরীতে গৃহীত সহজামানত সম্পত্তির ব্যাংক কর্তৃক কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। এমনকি ব্যাংকের তরফ হতে উক্ত জামানত সম্পত্তি পরিদর্শনের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। ব্যাংকের মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা ৮.৬১ কোটি টাকা মূল্যায়িত হিসেবে সিসি (হাঃ) ঋণ সীমা ৪.০০ কোটি টাকা হতে ৫.৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে যা যথার্থ হয়নি।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব না পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আপত্তি দেয়া হয়েছে। ব্যবসার ধরন তুলা আমদানি এবং দেশীয়ভাবে ক্রয় করা হলেও প্রতিষ্ঠানের কোন গোডাউনের ঠিকানা নেই। শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়, সেনাকল্যাণ ভবনে অবস্থিত বলা হয়েছে।
- ঋণ হিসাবটিতে ৩১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে সীমাতিরিক্ত ঋণ রয়েছে যা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি।
- বিগত ৩০-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু মঞ্জুরীর শর্ত উপেক্ষা করে গ্রাহকের নিকট হতে কোন টাকা আদায় না করে ফেলে রাখা হয়েছে।
- ০২-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১ মাস ঋণ হিসাবের বিপরীতে কোন টাকা জমা করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবটি ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ৩০-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ সীমাতিরিক্ত বিশাল অংকের দায় রয়েছে। ১১ মাস কোন টাকা জমা নেই। তা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য ১৩-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা যথার্থ নয়।
- সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ হিসাব নবায়নের কোন বিধান নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সীমাতিরিক্ত দায় অবস্থায় কখনও ঋণটির অনুমোদন দেয়া হয়নি। তবে লেনদেন অসন্তোষজনক ছিল। ব্যাংক কর্তৃক ২৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গুদাম পরিদর্শন করে সঠিক পাওয়া যায়। গুদামটির আয়তন আনুমানিক ৩৫০ বর্গফুট এবং ঐ সময় ৩৯০ কার্টুন সুতা ছিল। ব্যাংক মনোনীত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জরিপে ও পরিদর্শন কোম্পানী কর্তৃক জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ১৩-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে নবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। যা এমডি কর্তৃক নাকচ করা হয়। ৩৫০ বর্গফুট গুদামে/দোকান ঘরে ৩৯০ কার্টুন সুতা রাখা আদৌ সম্ভব নয়। এত স্বল্প পরিসরের জায়গাকে গুদাম বলারও কোন অবকাশ নেই।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, খেলাপী ঋণগ্রহীতা তাদের মর্টগেজকৃত সম্পত্তি

বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধের জন্য শাখায় আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে আইন পরামর্শকের নিকট হতে আইনগত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রস্ড়াবটি শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপন করা হবে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিবিড়ভাবে অনুসরণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮।

শিরোনাম ঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা তৈরী পণ্য রপ্তানি অযোগ্য হওয়ায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না হওয়ায় এবং অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,০৭,৩৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে সি,এল লিস্ট মেয়াদোত্তীর্ণ লোনের তালিকা, নথি রেজিস্টার ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স এসারশন ডিজাইনার্স লিঃ এর ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা তৈরী পণ্য রপ্তানি অযোগ্য হওয়ায়, সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না হওয়ায় এবং অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,০৭,৩৯,০০০ টাকা । **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)।**
- ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং-প্রশা/বৈবাবি/বিটিবি/০১৩/২০০৮ তারিখ:-০৫-০২-২০০৮খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০(বিশ) লক্ষ টাকা মূল্যমানের ১০ শতাংশ জমি ও ৪.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ৪.৯০ শতাংশ জমি বন্ধকীর বিপরীতে মাত্র ২০ লক্ষ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সীমা লংঘন করে সীমাতিরিক্ত ঋণপত্র খোলা হয়।
- ০৮-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, সীমাতিরিক্ত ঋণের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল দ্বারা প্রস্তুতকৃত স্টকলট মালামালের ১৬,৫২৪ পিস তৈরী পণ্য রপ্তানি অযোগ্য, আরো কিছু তৈরী পণ্য কার্টুন আকারে গোডাউনে রাখা আছে এবং কিছু কাপড় রোল হিসেবে জমা আছে।
- সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা আদায় না হওয়ায় অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর রিকভারী এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের ১০-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পত্র নং-আরএনপিএএমডি/মনিটরিং/ ১৩৮/২০১১এর মাধ্যমে নিম্নমানের লোন হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়।
- সর্বশেষ পত্র নং-প্রশা/বৈবাবি/এসকিউ/৪৯/২০১২ তারিখ:-২২-০৫-২০১২খ্রিঃ ২,০৭,৩৯,০০০ টাকা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পত্র লেখা হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ড় লোনের টাকা আদায় হয়নি।
- স্টকলটের মালামাল রপ্তানির অযোগ্য হওয়ায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত মালামাল বিক্রয় না করার কারণে উক্ত স্টকলটের মালামালের গুণাগুণ নষ্ট হয়েছে এবং বিক্রয়ের অযোগ্য হওয়ায় এবং অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় উক্ত টাকা আদায় করা সম্ভব নয়।
- ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির অভাবে এবং অপর্যাপ্ত জামানতের কারণে উক্ত টাকা আদায় হচ্ছে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা ২৮-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ ও ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সর্বমোট ১৫.৩৫ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে পুনঃ তফসিলের জন্য আবেদন করেছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- ডিমান্ড লোনের অবশিষ্ট টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব সন্ড়োষজনক না হওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, গ্রাহক ডিমান্ড লোনের দায় ১৯২.০৪ লক্ষ টাকা পুনঃ তফসিলের জন্য আবেদন দাখিল করেছেন । গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিমান্ড লোন পুনঃ তফসিলের প্রস্ড়াব প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৯।

শিরোনাম ঃ চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টাকা আদায় না করায় ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৮,১১,৮৬,৩৩০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষা পরিচালনাকালে মেসার্স যশোর কর্পোরেশনের ঋণের নথি ও হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টাকা আদায় না করায় ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৮,১১,৮৬,৩৩০ টাকা । **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেখানো হলো)।**
- প্রতিষ্ঠানটি চালু রয়েছে। এ অবস্থায় ১০-৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ২৩-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পরে আর কোন টাকা অদ্যাবধি জমা করা হয়নি।
- প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠানটির লেনদেন সন্দেড়্ষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ২০০৯ খ্রিঃ সিসি (হাঃ) ঋণের সীমা ২.০০ কোটি টাকায় অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- কারণ ঋণ সীমা ১.০০ কোটি টাকা হতে ২.০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হলেও জামানতের হিসাব বৃদ্ধি করা হয়নি। যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ইতোপূর্বেও ২০০৮ সালে নীতিমালার শর্ত উপেক্ষা করে দেড়গুণ জামানতের পরিবর্তে মাত্র ৬৮.০০ লক্ষ টাকার জামানতের বিপরীতে ২২.০০ লক্ষ টাকার ঋণ সীমা ১.০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ফলে বর্তমানে ২.২৭ কোটি টাকার প্রকৃত জামানতের বিপরীতে ঋণের ৮.১১ কোটি টাকা আদায় করা অনিশ্চিত।
- সিসি (হাঃ) ঋণের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঋণের কোন টাকাই আদায় করা হয়নি। ফলে বর্তমানে ৮১,২১,৫৫৫ টাকার সীমাতিরিক্ত দায়সহ ২,৮১,২১,৫৫৫ টাকার দায় বিদ্যমান রয়েছে যা আদায় অনিশ্চিত।
- সর্বোপরি ব্যাংকের যথেষ্ট তদারকির অভাবে ঋণ হিসাবে টাকা চালু প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে , প্রকল্পটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক রিট করা হয়েছে যা ভ্যাকেট করার চেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- সত্বর ভ্যাকেট করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট এ রিট পিটিশন ভ্যাকেট করার জন্য সংশি-ষ্ট আইনজীবীকে কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রীয়াধীন। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালযের ২৩-০৬-২-১৩ খ্রিঃ প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিবিড়ভাবে অনুসরণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় না করা এবং আংশিক অবলোপন করে ফেলে রাখায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি ২৯,১৭,৩৭,৩৯০ টাকা

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০-১০-২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষা চলাকালে বিএএফ শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স গচিহাটা এ্যাকোয়া কালচার ফার্মস লিঃ এর ঋণের নথি ও লেজার হতে দেখা যায় যে,

- প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা আদায় না করা এবং আংশিক অবলোপন করে ফেলে রাখায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি ২৯,১৭,৩৭,৩৯০ টাকা ।**(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট " ঞ" তে দেখানো হলো)।**
- প্রকল্প ঋণ হিসাবটির মেয়াদ ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও ঋণের টাকা অনাদায়ে ৩১-১২-১৯৯৯খ্রিঃ তারিখেই ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনক হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়। সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবগুলি ৩১-৩-২০০৩ খ্রিঃ ও ৩০-৯-২০০৫ খ্রিঃ ও ৩১-৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ক্ষতিজনক হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয় অথচ প্রকল্পটি চালু রয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবেই মূলতঃ টাকা আদায় হয়নি।
- ১৫-১০-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃ তফসিল আদেশ জারি করা হলেও টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় পুনরায় কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিল ও ব- কড সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও পুনঃ তফসিল করা হলেও শর্তানুযায়ী টাকা আদায়ের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক ১টি চলতি মূলধন ঋণ সমন্বয় না করে পুনরায় তা মঞ্জুরী করা যায় না কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৭-১০-২০০১; ২৮-৪-২০০৪ ও ১২-৪-২০০৫ খ্রিঃ পর পর তিনটি ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করে গ্রাহকের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ঋণ হিসাবটির ১২.৪১ কোটি টাকা অবলোপন করে ফেলে রাখা হয়েছে, যা অনিশ্চিত। দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণ হিসেবের বিপরীতে কোন আদায় নেই।
- ঋণ মঞ্জুরী এবং বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের বির"দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে , ঋণগ্রহীতা মেজর (অবঃ) মোঃ আখতার"জ্জামান অত্যন্ড় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশি- ষ্ট তাই প্রভাব বিস্ড়র করে সুবিধা গ্রহণে সচেষ্ট ছিল। তবে শাখা পর্যায়ে ঋণের অর্থ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। সময়মত শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। চলতি মূলধনসমূহ প্রধান কার্যালয় হতে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। তাই একটি চলতি মূলধন সমন্বয় না করেই তদারকি চলতি মূলধন ঋণও প্রধান কার্যালয় হতে দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ, চলতি মূলধন ঋণ সমন্বয় না করে পুনঃপনুঃ চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা অনিয়মিত। মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষ যেই হোক না কেন অনিয়ম সব সময়ই অনিয়ম।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, খেলাপী দেনা আদায়ের মামলাসহ অন্যান্য সব পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি ২৬,১৬,৮১,৮৭৭ টাকা ।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে ঋণের লেজার এবং তৎসংশি- ষ্ট নথি হতে দেখা যায় যে,

- মেসার্স সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিঃ এর প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় খেলাপী ঋণ বাবদ ক্ষতি ২৬,১৬,৮১,৮৭৭ টাকা।**(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট"ট"তে দেখানো হলো)।**
- ২৮-১২-২০০২ খ্রিঃ তারিখে বনানী শাখার গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল কর্মসূচীর আওতায় ১,৩০৪.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণ সীমা ২১০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ২৩-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবটি সুদসহ ২১,৫৩,৯৬,৪৫৬ টাকা এই শাখায় স্থানান্ড়রিত হয়। মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছিল ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ । মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবটি পুনঃ তফসিল করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ২৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ। ১৯টি ত্রৈমাসিক কিস্ড়িতে ঋণটি পরিশোধযোগ্য ছিল। ১ম কিস্ড়ি পরিশোধের তারিখ ছিল ২৪-১২-২০০৮ খ্রিঃ। প্রতি কিস্ড়ির পরিমাণ ছিল ১,৫৩,৬৬,০০০ টাকা। কিন্তু ঋণগ্রহীতা কর্তৃক শর্তানুযায়ী নিয়মিত কিস্ড়ি পরিশোধ না করায় ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হয়। ঋণ হিসাবটি ইতোমধ্যেই সন্দেহজনক হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়েছে।
- প্রকল্পটি চালু থাকা সত্ত্বেও এবং নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়নি। এমনকি প্রকল্পের দৈনন্দিন আয় ঋণ হিসাবে জমা করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ১০.০০ কোটি বা তদুর্ধ ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে ব্যাংকের মনোনীত ১(এক) জন করে প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ড়থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। সকল প্রকার ঝুঁকি কভার করে বীমা করা হয়নি।
- ঋণগ্রহীতা প্রদত্ত ২৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের চেক নং-২২২৩২০৬,টাকার পরিমাণ ৫৭,০০,০০০ , ব্যাংকে ২৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উপস্থাপন করা হলে চেকটি ডিজঅনার হয়ে ফেরৎ আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার বির"দ্ধে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্টের (এনআই এ্যাক্ট) ধারা অনুযায়ী আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ০৬-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর থেকে ঋণ হিসাবটিতে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। ফলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংক বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। উলে- খ্য যে, প্রকল্পের আয় দ্বারা কিস্ড়ি পরিশোধ সম্ভব না হলে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে কিস্ড়ি পরিশোধযোগ্য ছিল।
- ২৮-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ২২৯তম সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। শাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- ২৪-০১-২০০৮খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় ঋণ হিসাবে কোন টাকা জমা না হওয়ায় ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধে স্বদিচ্ছার অভাব ও শাখা কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবই প্রমাণ করে।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণটি ১৯-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে ৩১-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় মেয়াদে পুন: তফসিল করা হয়। অক্টোবর/২০১১ হতে জুলাই/২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় ৩০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয় হতে ২৭-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে পুনঃ তফসিল মোতাবেক টাকা আদায় করে এবং ৩০০ লক্ষ টাকা আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ এবং সম্পূর্ন টাকা আদায়ের প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১২।

শিরোনাম ঃ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণের সীমাতিরিক্ত দায়সহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি ৩,১৬,৯৪,১১৮ টাকা ।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ২৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে ঋণের লেজার এবং তৎসংশি- ষ্ট নথি হতে দেখা যায় যে,

- মেসার্স আয়েশা ফ্লাওয়ার এন্ড ডাল মিলস লিঃ এর মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় না হওয়ায় খেলাপী ঋণের সীমাতিরিক্ত দায়সহ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি ৩,১৬,৯৪,১১৮ টাকা । **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেখানো হলো)।**
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং-১(ঙ) অনুযায়ী ঋণটির মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছিল ৩১-০৮-২০১১ খ্রিঃ । কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা সমন্বয় করা হয়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং-১(খ) অনুযায়ী ঋণ সীমা ৩,০০,০০,০০০ টাকা হলেও ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সীমাতিরিক্ত ১৬,৯৪,১১৮ টাকা দায় বিদ্যমান রয়েছে। যা ব্যাংকিং নীতিমালার পরিপন্থী। ঋণ হিসাবটিতে ১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর থেকে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। ফলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং(১)(ছ)(১) অনুযায়ী মালামাল সকল প্রকার ঝুঁকি কভার করে (যেমন অগ্নি, এমআরডি, চুরি, বার্ননারী, ঝড়, ঘূর্নিঝড়, বন্যা) বীমা করার শর্ত থাকলেও শুধুমাত্র অগ্নি বীমা করা হয়েছে। ফলে ঋণ হিসাবটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।
- ইনসিউরেন্স পলিসি নং-বিএনআইসি/এইচও/এফপি-০০ তারিখ:-১০-০২-২০১১খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, স্টকের মালামালের মূল্য দেখানো হয়েছে ২,৩০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ স্টকে উলি- খিত মালামাল রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে হাইপোথিকেটেড মালামালের ঘাটতি রয়েছে মার্জিন ব্যতীত (৩,০০,০০,০০০-২,৩০,০০,০০০) অর্থাৎ ৭০,০০,০০০ টাকার হাইপোথিকেটেড মালামাল ঘাটতি রয়েছে। মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত স্টক রিপোর্ট সংগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঋণটি তদারকি ঋণ হলেও শাখা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত পরিদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে পত্র দেয়া হয়েছে। টেলিফোন এবং মৌখিকভাবে তাগাদার মাধ্যমে ঋণ আদায়ে শাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- দীর্ঘদিনের সীমাতিরিক্ত দায়সহ ১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে কোন জমা/লেনদেন না থাকায় ঋণ আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সুদারোপের ফলে সৃষ্ট সীমাতিরিক্ত দায় ২৬-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে আদায় হয়েছে। সিসি হাইপো ঋণসীমা ৩ কোটি টাকা ৩১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ও ঋণ পরিশোধ না করায় ঋণ গ্রহীতাকে উকিল নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৭-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দ্র"ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত অর্থ সত্বর আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -১৩।

শিরোনাম ঃ রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা পুনঃতফসিল সত্ত্বেও প্রকল্পের টাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ চলতি মূলধন ঋণের টাকা তদারকির অভাবে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,১২,২৭,১৯০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মেসার্স সাইদ টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ঋণের নথি ও লেজার হতে দেখা যায় যে,

- রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা পুনঃতফসিল সত্ত্বেও প্রকল্পের টাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ চলতি মূলধন ঋণের টাকা তদারকির অভাবে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,১২,২৭,১৯০ টাকা ।
- রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের ২,১৫,৫০,৯৩৩ টাকা, পুনঃ তফসিল সত্ত্বেও প্রকল্পে ৮,১০,৯৯,৪৬৪ টাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ চলতি মূলধন ঋণের ২,৮৫,৭৬,৭৯৩ টাকা ,যথেষ্ট তদারকির অভাবে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,১২,২৭,১৯০ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)।**
- রপ্তানি ব্যর্থতায় প্রথমে ১৪-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়। উক্ত টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও ২০-৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আরো ৮টি ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ক্রমাগতভাবে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দায়ের ২,১৫,৫০,২৩৩ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।
- স্টক লটের মালামাল পুনঃ রপ্তানি করে টাকা আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দীর্ঘদিন গোডাউনে পড়ে থাকায় বিক্রয় অযোগ্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- প্রকল্প ঋণ ছিল ৮.৬০ কোটি টাকা ,পরে ২১-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৬,৮৩,০০,০০০ টাকা পুনঃ তফসিল করা সত্ত্বেও টাকা পরিশোধে ব্যর্থতায় শ্রেণীকৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শাখা কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ২১-৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি নিম্নমান হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত করা হয়। উলে-খ্য যে, ১,৬৬,৬০,১৬৮ টাকা সুদের মধ্যে ৬০,৩৯,৫৪৩ টাকা আদায় হয়েছে।
- চলতি মূলধন (হাঃ) ঋণ এর মেয়াদ ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে যা অদ্যাবধি পুনঃ নবায়ন করা হয়নি। আবার মঞ্জুরীকৃত শর্ত মোতাবেক টাকাও আদায়/সমন্বয় করা হয়নি । ফলে ২.৫০ কোটি টাকা সিসি (হাঃ) ঋণের বিপরীতে ২,৮৫,৭৬,৭৯৩ টাকা অনাদায়ী দায় রয়েছে।
- মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক মেয়াদকালের মধ্যে সাময়িক সমন্বয় ও মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সম্পূর্ণ ঋণ হিসাব সমন্বয় করার নির্দেশ পরিপালন না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বির"দ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, স্টক লটের মালামাল পুনঃ রপ্তানিতে তাগাদা দেয়া হয়েছে। ঋণসমূহ পুনঃ তফসিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে। পুনঃ তফসিল না হলে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- কোন রকম ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃ তফসিলের জন্য আবেদন করা হয় যা যথাযথ নয়।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা পরবর্তীতে ৯.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। ঋণগ্রহীতার বির"দ্ধে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। মামলার বিষয়ে ব্যাংকের তদবির ও তৎপরতা অব্যাহত আছে। সম্পূর্ন টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ খুলনা মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ এর সিসি পে-জ হিসাবে ডি পি ঘাটতি (Drawing power) ২,০৯,৪৪,৬৬১ টাকা সহ সিসি (পে-জ ও হাইপো), এলটিআর, বিড বন্ড ও পিজি হিসেবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি ১২,৭১,৩৬,২৮৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা এর ২০০৭-২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-০১২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে, খুলনা মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ এর ঋণ নথি ও সংশি-ষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে

- খুলনা মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ, এর সিসি পে-জ হিসাবে ডি পি ঘাটতি ২,০৯,৪৪,৬৬১ টাকাসহ সি সি (পে-জ ও হাইপোঃ), এলটিআর, বিড বন্ড ও পিজি হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাবদ ক্ষতি ১২,৭১,৩৬,২৮৫ টাকা।
- সিসি (পে-জ ও হাইপো) মঞ্জুরীপত্র নং-মব্যস/খুসা/ঋণ-ক/এসআই রোড/০২/১১/তাং-২৮-০৩-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি (পে-জ ও হাইপো) হিসাবে ১১.০০ কোটি টাকা ও ৭০.০০ লক্ষ টাকা নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী পে-জ হিসাবের পুরাতন মালামাল (২০০৯ ও তৎপূর্বে) আগামী ৩০-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। প্রতি ৪৫ দিনে একবার রোটেশন এবং সাময়িক সমন্বয়সহ মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে অথবা উক্ত তারিখেই সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
- ১৯৯৬ সালে পে-জকৃত ১৭,৪০০ পাউন্ড কপার যার মূল্য ৭.৯৩ লক্ষ টাকা, ৯৯৯২ পাউন্ড পলিথিন যার মূল্য .০৯০ লক্ষ টাকা, পিভিসি ৫,২৩১ কেজি মূল্য ১.৩১ লক্ষ টাকা এবং কয়েল ৪,৫২৩ টি মূল্য ৫.২০ লক্ষ টাকা, সর্বমোট ১৫.৩৪ লক্ষ টাকার মালামাল দীর্ঘদিন গুদামে রক্ষিত থাকায় উহার গুণগতমান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং বর্ণিত মালামাল ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিগত ২০১০ সালে পে-জ হিসাবের ২,৫০০ কেজি কপার এখনও পে-জজাত করা হয়নি যার মূল্য (২,৫০০ × ৭০০) বা ১৭,৫০,০০০ টাকা।
- ২৮-০৯-২০১১খ্রিঃ তারিখে সিসি হাইপো হিসাবে ৩১.৫০ লক্ষ টাকা জমার বিপরীতে ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণগ্রহীতাকে ৩১.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়ায় ১.২৬ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় হয়।
- পে-জ হিসাবে ২০০৯ এবং তৎপূর্বে মালামাল ৩০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় করার কথা থাকলেও পে-জ গুদামে ০১-০৩-১৯৯৬ খ্রিঃ হতে ১৬-০৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় ২,১৫,৭৩,৪২৩ টাকার মালামাল সমন্বয় না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ডিপি ঘাটতি ৩১.৭৯ লক্ষ টাকা সমন্বয় না করে ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে সিসি পে-জ হিসাবে ডিপি ঘাটতি (১১,২৭,৬৯,০৪৫ - ৯,১৮,২৪,৩৮৪) বা ২,০৯,৪৪,৬৬১ টাকা ও পে-জ হিসাবে অনাদায়ী ১১,৪২,৩২,১৫০ টাকা।
- সিসি হাইপো হিসাবে ৭০.০০ লক্ষ টাকা লিমিট ছিল। মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখের মধ্যে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৭২,৬৪,৯২১ টাকা।
- এলটিআর ঋণ সীমা ২৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মেয়াদ ছিল ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়। এলটিআর ঋণের পূর্ববর্তী দায় সমন্বয় করে ঋণ বিতরণযোগ্য ছিল। কিন্তু ঋণগ্রহীতা পূর্ববর্তী ঋণ/দায় সমন্বয় না করায় ২০১১ সালের মেয়াদে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ২৫,৯১,৩০৩ টাকা।
- বিড বন্ড ও পারফরমেন্স গ্যারান্টি খাতে মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ১২,৪০,০০০ টাকা এবং ১৭,৯৯,৯১১ টাকা। এ বাবদ ক্ষতি ৩০,৩৯,৯১১ টাকা।
- উলি-খিত অনিয়ম বাবদ ব্যাংকের মোট ক্ষতি ১২,৭১,৩৬,২৮৫ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- গ্রাহক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করলে তার বির"দ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তিতে ১৮-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৫।

শিরোনাম ঃ মেসার্স এম.আর.রাইস মিলস্ (প্রা:) লিঃকে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরকরতঃ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ অন্যত্র স্থানান্ড্রপূর্বক খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় ক্ষতি ৬,১৫,৪৯,৫০৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, দিনাজপুর ও তদধীনস্থ নয়টি শাখার ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব গত ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে, মালদহপট্টি শাখার ঋণ মঞ্জুরী নথি, কম্পিউটার স্টেটমেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স এম.আর.রাইস মিলস্ (প্রা:) লিঃকে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরকরত: ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ অন্যত্র স্থানান্ড্রপূর্বক খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় ক্ষতি ৬,১৫,৪৯,৫০৭ টাকা। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেখানো হলো)।**
- মহা-ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহীর ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং মসবাসা/ঋণ/দিন-২৬৯/০২৯/০৮, তারিখঃ ০৪-০৫-০৮খ্রিঃ মোতাবেক মালদহপট্টি শাখার ঋণগ্রহীতা মে/এম.আর. রাইস মিলস্ (প্রা: লি:) এর অনুকূলে সিসি (হাইপো) ঋণ সীমা ১.৫০ কোটি টাকা নবায়ন এবং সিসি (পে-জ) ঋণ সীমা ২.৫০ কোটি টাকা হতে ৪.৫০ কোটি টাকা; সর্বমোট ৬ কোটি টাকায় বর্ধিতকরণপূর্বক নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ঋণ মঞ্জুরীপত্রের অনু: ০৯ এর (ট) ও (ঠ) শর্তানুযায়ী ঋণ সীমাটি কোনক্রমেই যেন শ্রেণীবিন্যাসিত না হয় এবং ঋণের অর্থ মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যাপারে শাখা ব্যবস্থাপক সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং নিজে তদারকি করবেন এবং যথাসময়ে চূড়ান্ড় সমন্বয়ের জন্য সচেষ্ট হবেন, একইসঙ্গে, সুপারিশকারী হিসাবে অঞ্চল প্রধান বিষয়টি তদারকি করবেন। কিন্তু, পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা ব্যবস্থাপকের সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতা এবং তদারকির অভাবে ঋণ হিসাব দুটি গত ৩০-০৯-০৯খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীকৃত হয় এবং ৩০-০৩-১০খ্রিঃ তারিখে বি.এল. হিসাবে চিহ্নিত হয়।
- মঞ্জুরীপত্রে বীমা করার বাধ্যবাধকতা না রেখেই ঋণ মঞ্জুরী / নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে, যা সরকারী স্বার্থের পরিপন্থী। তাছাড়া, নিয়মিত স্টক রিপোর্ট, চূড়ান্ড় হিসাব ইত্যাদি গৃহীত হয়নি।
- মঞ্জুরীপত্রের অনু: ০৬ মোতাবেক পর্যায়ক্রমে প্রতিবার উত্তোলনের ২১ দিনের মধ্যে কমপক্ষে একবার উত্তোলিত সমপরিমাণ অর্থ সুদসহ সাময়িকভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং মেয়াদ সীমার মধ্যে ঋণ হিসাবটি চূড়ান্ড়ভাবে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু, উক্ত অনু: এর শর্তটি মোটেও পরিপালিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।
- এ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত রাইস মিলটি চালু থাকা সত্ত্বেও লেনদেন মোটেও স্বাভাবিক নয়, যা মঞ্জুরীপত্রের ৯ (ক) নং শর্তের পরিপন্থী।
- উক্ত ঋণগ্রহীতার পে-জকৃত মালামাল ব্যাংক এর নিয়ন্ত্রণে নেই (মেসার্স/এম.আর রাইস মিলস্ (প্রাঃ লি:) এর ২১-০৮-২০১০খ্রিঃ তারিখের পত্র দ্র:)। মঞ্জুরীপত্রের অনুঃ ০৯ এর (ত) নং শর্তানুযায়ী পে-জকৃত মালামালের ও সংশি-ষ্ট গুদামের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য গোডাউন চৌকিদার ও গোডাউন কিপারের অতিরিক্ত একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু, দীর্ঘদিন হতে পে-জকৃত মালামালের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন গোডাউন চৌকিদার বা অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত নেই। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক পে-জকৃত মালামাল আদৌ গোডাউনে আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।
- মঞ্জুরীপত্রের অনুঃ ০৯ এর (য) নং শর্তানুযায়ী ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের কমপক্ষে ২ মাস পূর্বেই ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য প্রস্ড়াবনা প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু, পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ হিসাব দুটি ৩০-০৯-২০০৯খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীকৃত হওয়ার দীর্ঘদিন পর মহাব্যবস্থাপক এর কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক ২৫-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে পুনঃ তফসিলকরণের অনুমোদন দেয়া হয় এবং এর ০৯ নং অনুঃ এর (ট) নং শর্তানুযায়ী পুনঃ: তফসিলিকৃত ঋণসমূহের পর পর দু'টি কিস্ড়ি খেলাপী হলে ঋণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু, পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত পুনঃ তফসিলিকরণের সুবিধা অগ্রাহ্য করত: কোন শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ০২-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আহেরাব আলী কর্তৃক পুণরায় বর্ধিত নবায়ন মঞ্জুরীর সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, প্রমাণিত হয় যে, শাখা কর্তৃপক্ষসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণগ্রহীতার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাব দু'টি দীর্ঘ দিন পূর্বেই খেলাপীতে পর্যবসিত হয়ে বিএল (Bad Loan) হিসাবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতার সহায়ক জামানত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বার বার বর্ধিত নবায়ন মঞ্জুরী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা চলমান রয়েছে। ঋণটি নিয়মিতকরণ কল্পে ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধে সদিচ্ছা নাই এবং নিয়মিতকরণের অজুহাতে বার বার বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই। একই ঋণগ্রহীতার কারণে মালদহপট্টি শাখা ও মুন্সীপাড়া শাখার ব্যাংকিং কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়েছে এবং শাখা দু'টি ক্ষতির সম্মুখীন।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ০৩-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭-১১-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে ঋণ গ্রহীতার সাথে যোগাযোগপূর্বক সমুদয় টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এই কার্যালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের সাথে একমত পোষণ করে । ঋণ মঞ্জুর, সুপারিশ ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়েরকৃত মামলা নিস্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা অবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৬।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী হওয়ায় দীর্ঘদিন পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,০২,০৪,৭৪০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর ২০০৮-২০১১ এবং উহার আওতাধীন ০৯টি শাখার বকেয়া থেকে ২০১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে এস.এস. রোড শাখার গ্রাহক মেসার্স নওরিন সিমেন্ট মিলস্ লিঃ এর লোন নথি, লেজার, সিএল বিবরণী ও আনূষঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- অনিয়মিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী হওয়ায় দীর্ঘদিন পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,০২,০৪,৭৪০ টাকা ।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার পত্র নং শিউঋবি/শিউবি/নওরিন/২২/২০০১, তারিখঃ ১২-৩-২০০১ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে শাখার গ্রাহককে সিমেন্ট ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য ৪২.৫২ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ এবং মহা-ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, রাজশাহী- এর পত্র নং- মসারাসা/ঋণ/সিরাজ/৫৭৮/৫১৪/০২, তারিখঃ ২৫-১১-২০০২ খ্রিঃ তারিখ এর মাধ্যমে সিসি পে-জ বাবদ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা, সিসি হাইপো বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং রিভলভিং এল.সি বাবদ ৪৫.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৫৭.৫২ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। ঋণগুলো পরিশোধের মেয়াদ ছিল যথাক্রমে ০৮ ও ০৯ বছর।
- কারখানাটির অবস্থানঃ জেলা- সিরাজগঞ্জ, থানা-কামারখন্দ, মৌজা-লাহিরী বাড়ী, খতিয়ান নং- সিএ-৮৫, এসএ-৮৯, দাগ নং- সিএস-৮৭, এসএ-২৫২। জমির পরিমাণ- ৩৩ শতাংশ। কিন্তু, কারখানাটি অবকাঠামো নির্মাণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হয়।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের বিশেষ শর্তাবলী ৬(গ) এবং গ্রাহকের ২৬-০৪-২০১০খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায়, কারখানাটির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী হয়নি অথচ শাখা ব্যবস্থাপনার সুপারিশক্রমে এক বছরের মধ্যেই পে-জ, হাইপো ও রিভলিভিং এল.সি বাবদ ১১৫.০০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয় যা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থী। মূলত: একটি আদর্শ প্রকল্পের বিপরীতে বিপুল অর্থ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহকের আবেদনক্রমে প্রথম ১২-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি পুনঃ তফসিল করা হলেও গ্রাহক উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯-১২-২০১০ ও ২৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে দুই-দুই বার সুদ মওকুফ করে নবায়ন/পুনঃ তফসিলের সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ করেন নি।
- লেজার হতে দেখা যায় যে, ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও ঋণ হিসাব ডেবিট করে বীমা সম্পাদন করায় ঋণের দায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঋণটি আদায়ের জন্য অদ্যাবধি আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণটি আদায়ের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- খেলাপী ও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঋণটি আদায়ের জন্য ব্যাংকের কোন তদারকি নেই। কোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বিধায়, জবাব যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যায় না।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০২-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তিতে ০৮-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ বিতরণকালে মিলটি চালু ছিল। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে বর্তমানে মিলটি বন্ধ আছে। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণ নবায়ন ও পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। গ্রাহক পুনঃ তফসিলকৃত ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন যা প্রক্রীয়াধীন আছে। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্ড়ব্যের আলোকে এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণটি বিতরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং অনাদায়ী অর্থ অতি সত্বর আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ১৭।

শিরোনাম ঃ মুন্সিপাড়া শাখার ঋণগ্রহীতা মেসার্স এম.আর. ফ্লাওয়ার মিলস্ কে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করতঃ লিমিট বৃদ্ধি পূর্বক তদারকির অভাবে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৪৭,৫০,৪০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, দিনাজপুর ও তদধীনস্থ নয়টি শাখার ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব গত ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মুন্সিপাড়া শাখার লোন কেস নথি, মঞ্জুরীপত্র, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মুন্সিপাড়া শাখার ঋণগ্রহীতা মেসার্স এম.আর. ফ্লাওয়ার মিলস্ কে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করত: লিমিট বৃদ্ধিপূর্বক তদারকির অভাবে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়ায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মোট ৫,৪৭,৫০,৪০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেখানো হলো)।**
- স্বত্বাধিকারী; মিসেস মিনারা বেগম এর উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৯-০৬-২০০৪খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্রানুযায়ী শিল্প ঋণ বাবদ ১,৬১,৬৩,০০০ টাকা, ২৬-০৫-২০০৫খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্রানুযায়ী সিসি (হা:) ঋণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা এবং ১৬-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্রানুযায়ী সিসি (পে-জ) ঋণ বাবদ ৯০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দেয়া হয়। কিন্তু, সর্বশেষ মঞ্জুরী পত্রের সুবিধা গৃহীত না হওয়ায় ১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখের নবায়ণ মঞ্জুরী অনুযায়ী সিসি (পে-জ) ঋণের লিমিট ৯০ লক্ষ টাকা হতে ২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয় ও ঘূর্ণায়মান ঋণপত্র বাবদ ১ কোটি টাকার মঞ্জুরী দেয়া হয়। তবে, ঘূর্ণায়মান ঋণপত্র বাবদ মঞ্জুরীর সুবিধা গৃহীত/ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু, পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরী পত্রসমূহের শর্তানুযায়ী কোন ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধিত না হওয়া সত্ত্বেও অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিকভাবে বার বার লিমিট বর্ধন করত: দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রথম মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং- ৪, ৬ (৩), ৯(১২), দ্বিতীয় মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং- ৪, ৬(২), তৃতীয় মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং- ৩, ৪ (ণ), ও চতুর্থ (নবায়ন) মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং- ৩, ২(১০)- মোতাবেক ঋণসমূহের জন্য সংশি-ষ্ট বীমা পলিসি গ্রহণ/নবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বে কোন ক্ষেত্রেই বীমা পলিসি গৃহীত হয়নি। এমনকি, শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃকও বীমাকরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি, যা গুর"তর আর্থিক অনিয়ম। কাজেই, সরকারী ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যাংকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- আবার, ১ম মঞ্জুরী পত্রের ৯(৮), ৯(১৩), ২য় মঞ্জুরীপত্রের ৭(৬), ৩য় মঞ্জুরীপত্রের ৬(ঘ) ও ৪র্থ (নবায়ন) মঞ্জুরীপত্রের ৭(ঘ) নং শর্তাদি মোতাবেক ঋণের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে সর্বস্ড়রেই শাখার কার্যকর তদারকি অব্যাহত রাখা ও সময়মত ঋণের অর্থ আদায়ের দায়িত্ব এককভাবে শাখার উপরে ন্যস্ড় করা হয়েছে। কিন্তু, পরিলক্ষিত হয় যে, ২৯-০৬-২০০৪খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণটির মেয়াদ ২০-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-১০-১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও কিস্ড়ি খেলাপীজনিত কারণে গত ৩০-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখ শ্রেণীকৃত হয়েছে। ২৬-০৫-২০০৫খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত সিসি (হা:) বাবদ ৬০ লক্ষ টাকার ঋণটির ১৬-০৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে নবায়ন সুবিধা প্রদান করত: ২৩-০৬-২০০৬খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অর্থ পরিশোধ না করা হলেও ১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখের নবায়ন মঞ্জুরী অনুযায়ী ৬০ লক্ষ হতে ২ কোটি টাকায় লিমিট বর্ধিত করা হয়। উপরন্ড়ু, ০৪-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখের প্রস্ড়াব মোতাবেক পুনরায় ২ কোটি হতে ৩ কোটিতে বৃদ্ধি করণের সুপারিশ করা হয়। উলে-খ্য যে, ঋণটি গত ৩০-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ে। পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শাখাটি তদারকি ও আদায়ের দায়িত্ব পরিপালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং লেনদেন স্বাভাবিক না হওয়া সত্ত্বেও এবং ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের স্বদিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বার বার নবায়ন করত: ঋণ সীমা বর্ধিত করা হয়েছে।
- আবার দেখা যায় যে, ১৬-০৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী সিসি (পে-জ) ঋণ বাবদ ৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হলেও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় ১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী মোতাবেক উক্ত ঋণটি ২ কোটিতে বৃদ্ধি করত: ৩০-০৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। কিন্তু, ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধিত না হওয়ায় ঋণটি ৩০-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীকৃত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্ণিত তিনটি ঋণের ক্ষেত্রে সুদ মওকুফসহ বিভিন্ন সুবিধা দানের জন্য সুপারিশসহ সর্বশেষ গত ০৪-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে শাখা কর্তৃক প্রস্ড়াব প্রেরিত হয়।
- রেকর্ডাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিয়মিতভাবে স্টক রিপোর্ট, ব্যালান্স শীট, আয়কর সার্টিফিকেট ও ট্রেড লাইসেন্স গৃহীত হয়নি এবং গত দেড় বৎসর হতে গোডাউন চৌকিদার নিয়োজিত নেই বলে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট হতে জানা যায়। কাজেই, পে-জকৃত মালামাল ব্যাংকের দখলে/নিয়ন্ত্রণে নেই যা গুর"তর আর্থিক অনিয়ম। এতদসত্ত্বেও, শাখা কর্তৃক কোন আইনী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

- নিয়মিত পরিশোধের কোন কাগজী প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই, প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রহীতা প্রভাবশালী হওয়ায় বার বার সুবিধা প্রদান করত: তদারকি না করায় ঋণগুলি খেলাপীতে পর্যবসিত হয়েছে এবং শিল্প ঋণ বাবদ ২,১৬,১৬,৬৪৩ টাকা, সিসি (হা:) বাবদ ২,৮৮,৬৫,৪৯১ টাকা ও সিসি (পে-জ) বাবদ ৪২,৬৮,২৬৬ টাকা; সর্বমোট ৫,৪৭,৫০,৪০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- আরও পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণগুলি দীর্ঘদিন পূর্বে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বরং, ঋণগ্রহীতার অনুকূলে গত ০৪-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে, যা বিধিবহির্ভূত এবং ঋণগ্রহীতাকে অযৌক্তিক সুবিধা প্রদানের সামিল ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, আদায় প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। গ্রাহকের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আদায় প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়ে থাকলে খেলাপীতে পর্যবসিত হতো না। তাছাড়া, একই ঋণ গ্রহীতার কারণে মালদহপট্টি শাখা ও মুন্সীপাড়া শাখার ব্যাংকিং কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়েছে এবং শাখা দু'টি ক্ষতির সম্মুখীন।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০৩-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণটি পুনঃ তফসিল নবায়নের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে এ বিষয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরীর সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরীর সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৮।

শিরোনাম ঃ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও ঝুঁকি বিবেচনা না করে মেসার্স উত্তরা হিমঘর লিঃ এর জামানতে দ্বিতীয় চার্জ এর বিপরীতে সিসি (পে-জ) ঋণ প্রদান করায় এবং প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা দেশান্ড়রী হওয়ায় ও প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৯৪,৩৬,৯৩৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, দিনাজপুর ও তদধীনস্থ নয়টি শাখার ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব গত ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃতারিখ হতে ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে মালদহপট্টি শাখার ঋণ মঞ্জুরী নথি ও অন্যান্য রেকর্ডাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যেঃ-

- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও ঝুঁকি বিবেচনা না করে মেসার্স উত্তরা হিমঘর লিঃ এর জামানতে দ্বিতীয় চার্জ এর বিপরীতে সিসি (পে-জ) ঋণ প্রদান করায় এবং প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা দেশান্ড়রী হওয়ায় ও প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৯৪,৩৬,৯৩৪ টাকা। (বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ত" তে দেখানো হলো)।
- রাজশাহী সার্কেল এর মঞ্জুরীপত্র নং মসবাসা/ঋণ/দিন-১১৭/০২৬/০৮, তারিখঃ ১৫-০৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক মালদহপট্টি শাখার ঋণগ্রহীতা মেসার্স উত্তরা হিমঘর লি: এর অনুকূলে ২৭৫ লক্ষ টাকার সিসি (পে-জ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যার মেয়াদ গত ৩০-১১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যেই ঋণ হিসাবটি সীমাতিরিক্ত হয়ে খেলাপীতে পর্যবসিত হয়েছে এবং বর্তমান পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৯৪,৩৬,৯৩৪ টাকা। কাজেই, দেখা যায় যে, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও ঝুঁকি বিবেচনা না করে ঋণ দেয়ায় ও তদারকির অভাবে ঋণ হিসাবটি খেলাপীতে পর্যবসিত হয়।
- রেকর্ডাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হিমঘরটিতে বর্তমানে গোডাউন চৌকিদার ও গোডাউন কিপার নিয়োজিত নেই এবং হিমঘরটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পে-জকৃত মালামালের উপরে ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।
- সহায়ক জামানত হিসাবে সৈয়দপুর এর ১.০৩ একর জমির উপরে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সৈয়দপুর শাখার প্রথম চার্জ থাকা সত্ত্বেও মালদহপট্টি শাখা কর্তৃক উক্ত একই সম্পত্তির উপরে দ্বিতীয় চার্জ সৃষ্টি করে হিমাগারে আলু ক্রয় ও সংরক্ষণের জন্য উক্ত ঋণের মঞ্জুরী দেয়া হয়। কাজেই, ঝুঁকির বিষয়টি গুর"ত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়নি।
- নথি হতে দেখা যায় যে, নিয়মিত স্টক রিপোর্ট, ব্যালান্স শীট ইত্যাদি গৃহীত হয়নি। শর্তানুযায়ী ঋণের কিস্ড়িসমূহও পরিশোধ করা হয়নি।
- ২৩-০৪-২০০৯খ্রিঃ তারিখের পর বীমা করা হয়নি।
- শাখার ১২-০১-২০০৯খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, ১০ হাজার বস্ড়া আলু পচে যাওয়ার অজুহাতে পে-জকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংকে পরিশোধ করা হয়নি, যা আত্মসাৎ এর সামিল। অপরদিকে, শাখার ১০-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, বকেয়া ঋণ দায় পরিশোধের জন্য নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক ২টি চেক প্রদান করা হলেও হিসাবে টাকা না থাকায় তা আদায় করা সম্ভব হয়নি, যা প্রতারণার সামিল।
- মহা-ব্যবস্থাপকের সচিবালয়ের ১৪-০৭-২০০৯খ্রিঃ তারিখের নবায়ন মঞ্জুরী সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি। কাজেই, নবায়ন মঞ্জুরীর সুবিধা বাতিল হয়েছে। তাছাড়া, মূল উদ্যোক্তা দেশান্ড়রী হওয়ায় ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতদসত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির বির"দ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শাখা কর্তৃক ৩০-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখে পুণরায় সুদ মওকুফ সুবিধা দানের জন্য প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- যথাসময়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি এবং বর্তমানে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অর্থ পরিশোধের কোন সম্ভাবনা নেই।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০৩-০৯-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে গ্রাহকের সুদ মওকুফের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত সুদ মওকুফের আবেদনের প্রস্ড়াব বিবেচনাধীন রয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ায় এই কার্যালয়ের ২৫-০৪-২০১৩

খ্রিঃ তারিখের প্রতি উত্তরে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে ঋণ মঞ্জুর, সুপারিশ ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণ মঞ্জুর, সুপারিশ ও বিতরণকারী কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ কম্পিউটার অপারেশনের মাধ্যমে এডিটিং করতঃ এফডিআর এর মালিকানা, ঠিকানা, রশিদ নম্বর ও হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে এফডিআর বিএসপি/পিএসপি ইস্যু করে জালিয়াতির মাধ্যমে ৬০.০০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর বিপরীতে শাখার মেয়াদীয় আমানত ও প্রোটেস্টেট বিলস খাত হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৩,০৬,৭০৫ টাকা

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ , হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা ঢাকার ১৯৯০-২০১০ সালের হিসাব ১২-৯-২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের জালিয়াতি, আত্মসাৎ সংক্রান্ড় নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কম্পিউটার অপারেশনের মাধ্যমে এডিটিং করতঃ এফডিআর এর মালিকানা, ঠিকানা, রশিদ নম্বর ও হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে এফডিআর বিএসপি/পিএসপি ইস্যু করে জালিয়াতির মাধ্যমে ৬০.০০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর বিপরীতে শাখার মেয়াদীয় আমানত ও প্রোটেস্টেট বিলস খাত হতে পরিশোধ করায় ক্ষতি ৮৩,০৬,৭০৫ টাকা
- অত্র শাখার সিনিয়র অফিসার মোঃ হোসনী আলম কর্তৃক কম্পিউটার অপারেশনের মাধ্যমে এডিটিং করতঃ এফডিআর এর মালিকানা, ঠিকানা, রশিদ নম্বর ও হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে এফডিআর/বিএসপি/পিএসপি/ইস্যু করে জালিয়াতির মাধ্যমে ৬০.০০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়, যা শাখার মেয়াদী আমানত হতে ৪৪,৯৬,৭০৫ টাকা এবং ''প্রোটেস্টেট বিলস'' খাত হতে ৩৮,১০,০০০ সর্বমোট ৮৩,০৬,৭০৫ টাকা পরিশোধ করে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়।
- বিজনেস পয়েন্ট, ৫২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা এর নামে খোলা ১০.০০ লক্ষ ও ২০.০০ লক্ষ টাকার আমানত ২টি তাদের নিকট হস্ড়ান্ড়র করা হয়। কিন্তু ৩০.০০ লক্ষ টাকা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হলেও হিসাব খোলা হয় জনাব হোসনী আলম এর ছোট বোন শামিমা আক্তার এর নামে। গত ০৪-০৭-২০০২ খ্রিঃ তারিখে বিজনেস পয়েন্ট লিঃ এর নামে খোলা ও উপরোক্ত ১০.০০ লক্ষ ও ২০.০০ লক্ষ টাকার আমানত ২টি কম্পিউটার এডিটিং করে " মেসার্স বিজনেস পয়েন্ট '' ৯/সি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ঠিকানায় মালিক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন এর নামে পরিবর্তন করেছেন।
- শাখার নথিপত্র হতে দেখা যায় জনাব মোঃ হোসনী আলম, আঃ রাজ্জাক এনামুল কবির, হুমায়ুন কবির এবং মোঃ কবির মিলে সিন্ডিকেট গঠন করে জাল, জালিয়াতির মাধ্যমে ভুঁয়া জামানত রেখে ঋণ মঞ্জুরী, ভুঁয়া সুদ প্রয়োগ এবং উত্তোলন, এডিটিং এর মাধ্যমে মালিকানা, স্থিতি ইত্যাদি পরিবর্তন, টাকা জমা/মূল্যায়ন গ্রহণ ব্যতীত এফডিআর/বিএসআর/পিএসপি ইস্যু ইত্যাদি বহুবিধ অনিয়মের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়।
- জনাব মোঃ হোসনী আলম ২টি মেয়াদে দীর্ঘ ১৪ বছর অত্র শাখায় একই কাজে নিয়োজিত থাকা, কর্তৃপক্ষের চরম শৈথিল্য ও উদাসীনতার সুযোগে জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ আত্মসাত করেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তৎকালীন শাখা প্রধানদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা রয়েছে। এছাড়াও শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কম/বেশী জড়িত বলে রেকর্ডপত্র হতে স্পষ্টই বুঝা যায়।
- জনাব মোঃ হোসনে আলম একাই দীর্ঘদিন এফডিআর খাতটি পরিচালনা করতেন, সে সুবাদে ইচ্ছামত পোস্টিং/এডিটিং নানাবিধ কৌশল প্রযুক্তি সংগ্রহ করে অপকর্ম/আত্মসাত বা অবৈধ লেনদেন করেন।
- কম্পিউটার এডিটিং এর মাধ্যমে গত ০৪-০৭-২০০২ খ্রিঃ তারিখে মোঃ হোসনী আলম, সিনিয়র অফিসারকে যাবতীয় কাজ করার জন্য দেয়া পাসওয়ার্ড এর অপ-ব্যবহার করে বর্ণিত মেয়াদী আমানত প্রাপক বিজনেস পয়েন্ট লিঃ এর নামে খোলা হিসাবটি এডিটিং করে মেসার্স বিজনেস পয়েন্ট লিঃ, ৯/সি মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর নামে পরিবর্তন করেন।
- শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- মস-ঢাসা-২/প্রশাসন/৮৫৩/০৬ তারিখ ১৫-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক শাখার গ্রাহক বিজনেস পয়েন্ট লিঃ, ৫২ নিউ ইস্কাটন এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ৩টি মেয়াদী আমানত রশিদের মূল্য পরিশোধ বাবদ শাখার মেয়াদী আমানত খাত হতে ৪৪,৯৬,৭০৫ টাকা এবং অবশিষ্ট '' প্রোটেস্টেট বিলস'' খাত হতে ৩৮,১০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৮৩,০৬,৭০৫ টাকা পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।
- শাখার জালিয়াতির ব্যাপারে মোঃ হোসনী আলম সিনিয়র অফিসারকে দায়ী করা হয় কিন্তু নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত জালিয়াতির ব্যাপারে শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল ব্যবস্থাপকই দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, আদালতের রায় হওয়ার পর জানান হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- দুর্বল তদারকির কারণে উলি- খিত আত্নসাৎ সংঘটিত হয়েছে।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ১৫-১১-২০১১ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দায়েরকৃত মামলা তদারকির মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আত্নসাৎকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা প্রয়োজন। তাছাড়া দায়েরকৃত মামলা তদারকির মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক পর্যালোচনা মোতাবেক আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-১'** দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে আমানত, মোট ঋণ ও অগ্রিম এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৩.২৬%, ৭.৮৩% ও ৩৯.৪৪% এবং ৪০.৫৪%, ৪৪.০১% ও ৪৯.৭৩%। মোট শাখার সংখ্যা একই থাকলেও ২০০৮ সালের তুলনায় লাভজনক শাখার সংখ্যা ২০০৯ সালে হ্রাস পেয়েছে ১৫টি এবং ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১টি। অপরদিকে লোকসানী শাখার সংখ্যাও ২০০৮-এর তুলনায় ২০০৯-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫টি। আমানত ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ অলাভজনক শাখাসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত Profit and Loss Account পর্যালোচনা করে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়/লাভ-ক্ষতির একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-২'**-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫.৫৯% ও ৭৩.৮৪%। পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৬০% ও ৭৭.৯৮%। তবে আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মোট লাভ ২০০৯ সালে মাত্র ১.৮১% বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭১.৬০%। ২০০৮-এর তুলনায় ২০০৯ সালে নিট লাভ ৪৮.৭৮% হ্রাস পেলেও ২০১০ সালে বৃদ্ধি পায় ৩২.৯০%। সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রভিশনের পরিমাণ কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করতঃ নিট লাভের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'থ-৩'**-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ এবং ২০১০ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ যথাক্রমে ৭.৮৩% এবং ৪৪.১২% বৃদ্ধি ও ৬.৮৭% এবং ১৭.৫৩% হ্রাস পেয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে ৪৬.০৭% কম হয়েছে এবং ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ২৭.৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্দ ও কুঋণের পরিমাণ ২০০৮-এর তুলনায় ২০০৯ সালে ৯.১৮% এবং ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ১৫.৮০% হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে ৮৪.৫২% হ্রাস পেয়েছে এবং ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ৯৬.৫৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে ২২২.৩২% এবং ২০০৯ এর তুলনায় ২০১০ সালে ১৫৪.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুসারে ঋণের টাকা আদায়/পরিশোধ না হয়ে মন্দ ও কু-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Other Assets অংশের Suspence Account খাতে ৪৫৪.১১ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে। সত্বর সমুদয় অনাদায়ী/অসমন্বিত টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Sundry Deposits খাতে ৮৪৫.৩২ কোটি টাকা জমা রয়েছে। টাকা জমার কারণ ব্যাখ্যা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Amount of Outstanding Advances খাতে দেখা যায় যে, ১৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে মুলধনের ১০% এর অতিরিক্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৩৮১৭.৩৩ টাকা। যা মোট অগ্রিমের ২৩.৩৮%। সত্বর অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা **পরিশিষ্ট 'থ-৪'**-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৫৭২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৩টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬৯টি অমিমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'থ-৫'** এ দেখানো হলো।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৫৬৮৯কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

দ্বিতীয় খন্ড

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

পরিশিষ্টসমূহ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	পরিশিষ্ট নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	ক	১
২	২	খ	২-৩
৩	৩	গ	৪
৪	৪	ঘ	৫
৫	৫	ঙ	৬
৬	৬	চ	৭
৭	৭	ছ	৮
৮	৮	জ	৯
৯	৯	ঝ	১০
১০	১০	ঞ	১১
১১	১১	ট	১২
১২	১২	ঠ	১৩
১৩	১৩	ড	১৪-১৫
১৪	১৫	ঢ	১৬
১৫	১৭	ণ	১৭
১৬	১৮	ত	১৮
১৭	২০	থ-১,থ-২,থ-৩,থ-৪,থ-৫	১৯-২১
১৮	মহাপরিচালকের বক্তব্য		২২

পরিশিষ্ট - ক
অনুচ্ছেদ -১

অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান শাখা,মতিঝিল ঢাকা।
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স এম.আর.সোয়েটার কম্পোজিট ও মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট এর ঋণের দায় বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের বিতরণ	ঋণ সীমা	একীভূত করার সময়(সর্বশেষ)	পুনঃতফসিলের তারিখ
১	২	৩	৪	৫
১। মেসার্স এম.আর.সোয়েটার কম্পোজিট লিঃ	পুনঃতফসিলকৃত (একীভূত মেয়াদী ঋণ)	৪৪.৩৬ কোটি (মেয়াদী ঋণ,সিসি-হাঃ ও সুদসহ)	১১-০৮-২০০৯ খ্রিঃ	৪৪,৪২,৪৩,১৩৮
২। মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট লিঃ	–ঐ–	৪৪.৮৫ ”	১২-১০-২০১১ খ্রিঃ	৪১,০৪,০৩,৫৬৪

সুদ ২৪-০৬-২০১২খ্রিঃ	মোট টাকা	আদায়কৃত টাকা	বর্তমান দায় ২৪-০৬-২০১২খ্রিঃ	কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ও টাকা
৬	৭	৮	৯	১০
১৯,৩০,৩৭,৫২২	৬৩,৭২,৮০,৬৬০	২,৫০,৫০,০০০	৬১,২২,৩০,৬৬০	৩০-১২-২০০৯খ্রিঃ ১,৯৭,২৪,৬৬৬
৬,৮৬,৬৪,৬৩৭	৪৭,৯০,৬৮,২০১	২,১৯,৫০,০০০	৪৫,৭১,১৮,২০১	৩০-১২-২০১১খ্রিঃ ২,১৩,১৫,৩৮৪
		মোট	১,০৬,৯৩,৪৮,৮৬১	

পরিশিষ্ট - খ
অনুচ্ছেদ - ২

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০- ২০১১
মোসার্স এ্যাডভান্সড কম্পোজিট টেক্স: এর বর্তমান দায়ের বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	ঋন সীমা	১ম বিতরণের তারিখ	মেয়াউত্তীর্ণের তারিখ	সুদের হার	পুনঃতফসিল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মেসার্স এ্যাডভান্সড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ	প্রকল্প ঋণ (১ম ধাপ)	১২ কোটি	২৮/১২/২০০৬খ্রিঃ	২৭/১২/২০১৩ খ্রিঃ	১৩%	১ম ও ২য় ধাপ পুন: তফসিলকরণ ২৯.২৪ কোটি
	প্রকল্প ঋণ (২য় ধাপ)	১২ কোটি	০৮/১১/২০০৭ খ্রিঃ	২৭/১২/২০১৩ খ্রিঃ	১৩%	_____ উপর্যুক্ত ঋণের মানে
	প্রকল্প ঋণ	১২.৫০ কোটি	০২/০৭/২০০৮ খ্রিঃ	০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ	১৩%	৩য় ধাপ পুন: তফসিল

বিতরণকৃত	০২/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য			০২/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়কৃত		
	আসল	সুদ	মোট	আসল	সুদ	মোট
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২৯.২৪ কোটি	২৯,২৪,০০,০০০	১৪,৩৪,১৮,০২৬	৪৩,৫৮,১৮,০২৬	–	৬,০২,৭২,২৭৪	৬,০২,৭২,২৭৪
				--	১,৩২,২৪,৪৭৯	১,৩২,২৪,৪৭৯
৮.৮০ কোটি	৮,৮০,০০,০০০	৪,৯১,৭৪,১৭৯	১৩,৭১,৭৪,১৭৯			

০২/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য			প্রাথমিক জামানত	মন্ড়ব্য
আসল	সুদ	মোট		
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৯,২৪,০০,০০০	৮,৩১,৪৫,৭৫২	৩৭,৫৫,৪৫,৭৫২	৭২৮ কুশ নথি ঋন বিতরণকালে (২০০৬) মূল্য ৬.৪০কোটি ৪.৪.২০১০মূল্য দিন ৯.২২কোটি প্রথম মূল্য শতক দিন= ৮৭,৯১২/- ২০১০ " " " = ১,২৬,৬৪৮/-	২৮/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ গুলোর তফসিল করা হয় মোট টাকা ৪৫.৮২কোটি টাকা।(১ম,২য় ও ৩য় ধাপ একত্রীকরণ করে)
৮,৮০,০০,০০০	৩,৫৯,৪৯,৭০০	১২,৩৯,৪৯,৭০০		
	মোট	৪৯,৯৪,৯৫,৪৫২		

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	হিসাব নং	মঞ্জুরী তাং	মেয়াদ	সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স এ্যাডভান্সড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ	ডিমান্ড লোন	১৬/১১ ১৩/১১ ০৪/১২ ২২/১২	২৪-১০-২০১১খ্রিঃ ১৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ ০৮-০১-২০১২ খ্রিঃ ১২-০১-২০১২ খ্রিঃ	৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ ০৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ ০৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ	১,১৩,৮৫,৬৭২ ১,৫৭,৪১,৩৬৯ ১,০০,১০,৯০০ ১,৫৭,৪১,৩৬৯

বর্তমান দায়	মঞ্জুরীর নং ও তারিখ	সর্বশেষ টাকা	মন্ড়ব্য
৭	৮	৯	১০
১,৩০,০৯,১০১ ৩১,৭৪,৯৫৭ ৯১,৩৯,৪৭৫ ১,৬০,০৭,৮৩৪	প্রশা/বৈবাবি/রপ্তানি/এসকিউ/০০৪৯/২০১২ তাং-১৩-০২-২০১২	৪৯,৯৪,৯৫,৪৫২ ৪,১৩,৩১,৩৬৭	একত্রীকরণ করা হয়েছে।
৪,১৩,৩১,৩৬৭	মোট=	৫৪,০৮,২৬,৮১৯	

ঋণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী

* জনাব মোঃ ফখরুদ্দিন সিদ্দিকী- ডিজিএম
* জনাব মোঃ আবুল কাশেম- ডিজিএম

পরিশিষ্ট - গ
অনুচ্ছেদ - ৩

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০-২০১১
মেসার্স র ংপগঞ্জ ট্রেডিংকোং এর এলটিআর ঋণের দায় বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	ঋণ সীমা মঞ্জুরীর নং ও তারিখ	এলটিআর ঋণ সৃষ্টির তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকা	বর্তমান দায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মেসার্স র ংপগঞ্জ ট্রেডিংকোং	এলটিআর	প্রশা/ঋণ/সিসি/৮৯ /২০১০ তাং-১৫-০৯-২০১০খ্রিঃ মেয়াদ ছিল ৩১-০৮-২০১১খ্রিঃ এবং প্রশা/ঋণ/সিসি/১৮৬/২০১১ তাং-২৯-১২-২০১২খ্রিঃ মেয়াদ-৩১-১২-২০১২খ্রিঃ	০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ	০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ	৭৬৩০১৫৮	১৮০০০০০	৭৭৫২৯৮৩
			১২-১২-২০১০ খ্রিঃ	১১-০৬-২০১১ খ্রিঃ	১৩৪০৯০৪১	৩০০০০০০	১২২৮৩৯০৭
			১৩-১২-২০১০ খ্রিঃ	১২-০৬-২০১১ খ্রিঃ	৫১২৯৭৫৩৪	৬০০০০০০	৫২৯৪০৩৩৭
			১৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ	৭০৮০১৫৭৪	৯০০০০০০	৭১৯৫৭৫১৮
			১৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	১৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ	১২৬৪৩৯৩০৫	১৬৪০০০০০	১২৮১৭৭৭১৩
			২৭-০১-২০১১ খ্রিঃ	২৬-০৭-২০১১ খ্রিঃ	১০৩৬৯৮৯৬৭	১৪০০০০০০	১০৪৪৭১০৮৩
			২৩-০২-২০১১ খ্রিঃ	২২-০৮-২০১১ খ্রিঃ	১১৪৫৮৪৮৯২	১৫৮০০০০০	১১৫২৮২১২৯
						মোট=	৪৯২৮৬৫৬৭০

পরিশিষ্ট - ঘ
অনুচ্ছেদ - ৪

অগ্রনী ব্যাংক লিঃপ্রধান শাখা, মতিঝিল,ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স দি আর্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্যানারী লিঃ এর দায়ের বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	ঋণ সীমা	মঞ্জুরী নং ও তারিখ	সুদের হার	ঋণের মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স দি আর্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্যানারী লিঃ	পুনঃ তফসিলকৃত মেয়াদী ঋণ সিসি (হাঃ) সিসি (ঈদ)	১৪,০৩,৩৬,২৮১ ২৭ কোটি ২ কোটি	প্রশা/ঋণ/সিসি/৬৫/১০/ তাং-১৫-০৭-২০১০খ্রিঃ প্রশা/ঋণ/সিসি/১০৩/১০ তাং-১০-১০-২০১০খ্রিঃ প্রশা/ঋণ/ঈদ অগ্রিম (রপ্তানি পন্য ঋণ সিসি হাইপো)/১২২/১০ তাং-১৫-১১-২০১০খ্রিঃ	৭%+১% ৭%+১% ৭%	৩০-০৬-২০২২খ্রিঃ ৩১-০৩-২০১১খ্রিঃ ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ৯ মাস

বিতরণকৃত টাকা/ পুনঃতফসিলকৃত টাকা(সুদসহ)	পুনঃধার্যকৃত সুদ	মোট দায়	আদায়	বর্তমান দায়	জামানত/সহঃজামানত
৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪,৬২,৯৪,১৯২ ২৭,০০,০০,০০০ ১,৯৪,২০,২২৭	১,২৫,৩১,৬৯১ ৩,৫৩,১৮,৬৪২	১৫,৮৮,২৫,৯৮৩ ৩০,৫৩,১৮,৬৪২ ১,৯৪,২০,২২৭	– – –	৪৮,৩৫,৬৪,৮৫২	৮৫৫.৭৪ শতাংশ জমির মূল্যায়ন ১৯.৪১কোটি টাকা
			মোট =	৪৮,৩৫,৬৪,৮৫২	

পরিশিষ্ট - ঙ
অনুচ্ছেদ - ৫

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স রোকো এন্টারপ্রাইজের ঋণের দায় বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	মঞ্জুরী তাং ও নং	ঋণ বিতরণের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	বিতরণকৃত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স রোকো এন্টারপ্রাইজ	এলটিআর	প্রশা/ঋণ/সিসি/৪৯/২০১১ তাং-০৯-০৩-২০১১খ্রিঃ	০৭-০২-২০১১খ্রিঃ ২৪-০২-২০১১খ্রিঃ ১০-০৩-২০১১খ্রিঃ ১৬-০৩-২০১১খ্রিঃ ২৩-০৩-২০১১খ্রিঃ ২৪-০৩-২০১১খ্রিঃ ২০-০৪-২০১১খ্রিঃ ২৭-০৪-২০১১খ্রিঃ ০৩-০৫-২০১১খ্রিঃ ০৫-০৬-২০১১খ্রিঃ	০৭-০৫-২০১১খ্রিঃ ২৩-০৫-২০১১খ্রিঃ ২৩-০৪-২০১১খ্রিঃ ৩০-০৪-২০১১খ্রিঃ ০৭-০৫-২০১১খ্রিঃ ০৮-০৫-২০১১খ্রিঃ ০৩-০৬-২০১১খ্রিঃ ১০-০৬-২০১১খ্রিঃ ১০-০৬-২০১১খ্রিঃ ১৯-০৭-২০১১খ্রিঃ	১,৭৫,৬৬,৬৮০ ৮৮,৫৫,৬০০ ৭৩,৪৯,৫০০ ৮৭,৬০,০০০ ৮৪,৭৯,৬০০ ৮৪,৭৯,৬০০ ১,৫৩,১৮,৮০০ ১৬,৪৩,০০০ ৩,৩০,২২,০০০ ২২,৫২,১০০

বর্তমান দায়	সর্বশেষ জমার তারিখ	মন্তব্য
৭	৮	৯
৯,৪৫,৬৬,১৮৮	১৪-০৮-২০১১খ্রিঃ	১২.৭৮ কোটি টাকার জমি এবং ১.৯১কোটি টাকার ভবনসহ মোট ১৪.৬৯ কোটি টাকার সহজামানত রয়েছে। উক্ত জামানত সকল ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৬ মাসের ব্যবধানে এলটিআর এর ঋণ সীমা ২ গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঋণের ধরণ	মঞ্জুরী তাং ও নং	এলসি নং ও তাং	টাকার পরিমাণ	মেয়াউত্তীর্ণের তারিখ	বর্তমান দায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ডিমান্ড লোন	প্রশা/ঋণ/সিসি/ ৪৯/২০১১ তাং-০৯-০৩-২০১১খ্রিঃ	০০০১-১১-০১-০২৯৫ তাং-০১-১২-২০১১খ্রিঃ ০০০১-১১-০১-০২০৮ তাং-০৮-১২-২০১১খ্রিঃ ০০০১-১১-০১-০২০৮ তাং-১১-১২-২০১১খ্রিঃ	৪০,৮৪,৭৭৩ ৩১,৯২,১০১ ৮২,১৯,০২৮	১২-১২-২০১১খ্রিঃ	১,৬২,৯৬,৪১৯	আমদানি ঋণ পত্র(আবর্তিত) এবং ঋণ সীমা ২০কোটি টাকা;মার্জিন ২০%(১০+১০); মেয়াদ কাল- ৩১-০৭-২০১১খ্রিঃ

ঋণের ধরণ	মঞ্জুরী তাং ও নং	ঋণ সীমা	মেয়াউত্তীর্ণের তারিখ	সুদের হার	মার্জিন	বর্তমান দায়	সর্বমোট দায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সিসি (হাঃ)	প্রশা/ঋণ/সিসি/৪৯/ ২০১১ তাং-০৯-০৩-২০১১খ্রিঃ	৮.০০ কোটি	৩১-০৭-২০১১খ্রিঃ	১৩%	৩০%	৯,৩১,৬৬,০২৯	৯,৪৫,৬৬,১৮৮ ১,৬২,৯৬,৪১৯ ৯,৩১,৬৬,০২৯	শাখা কর্তৃক প্রস্তাব প্রস্তুত;পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত।
						মোট=	২০,৪০,২৮,৬৩৬	

পরিশিষ্ট - চ
অনুচ্ছেদ - ৬

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স যশ লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর দায়ের বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	ঋণ সীমা	বিতরণের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	ঋণ প্রদানকারী কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স যশ লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	প্রকল্প ঋণ সিসি (হাঃ) সিসি(পে- জ) সিসি	৩.২৫কোটি ১.২৭কোটি ০.১৯কোটি ০.১৯কোটি	০৪-০৭-১৯৯৫খ্রিঃ ০৯-০১-২০০২ খ্রিঃ ০৯-০১-২০০২ খ্রিঃ ০৬-০৮-১৯৯৮ খ্রিঃ	০৩-০৭-২০০৩ খ্রিঃ ৩০-১২-২০০৩ খ্রিঃ ৩০-১২-২০০৩ খ্রিঃ ০৬-১১-১৯৯৮ খ্রিঃ	জনাব সৈয়দ মোতাহার হোসেন DGM।
	মোট=	৪.৯০কোটি			

৩০-০৪-২০১২খ্রিঃ ভিত্তিক দায়					মোট পরিশোধ	বর্তমান দায়
আসল	আরোপিত সুদ	অনারোপিত সুদ	অন্যান্য ব্যায়	সর্বমোট		
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪.৯০কোটি	৫.৬১কোটি	১০.০৭কোটি	০.০৮কোটি	২০.৬৬কোটি	৬.৪৮কোটি	১৪.১৮কোটি

জামানত/সহজামানত	সুদ মওকুফ সুবিধা	২০০৭ সালে মূল্যায়নকারী কার্য ও পদবী	মন্তব্য
১৪	১৫	১৬	১৭
জামানত– ৪৫ শতক জমি,মূল্য .৭৯কোটি(২০০৭ সালে) সহজামানত–৮৮০.৭৫ শতক জমি যার মূল্য ৩.৬৫কোটি (২০০৭সালের মূল্য) মোট ৫.৭০কোটি টাকা	২বার পনঃতফসিল করা হয়েছে এবয় ১৮-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সুদ মওকুফ সুবিধা দেয়া হয়েছে।	জনাব খন্দকার শফিউল আলম, S.P.O জনাব মোঃ ইউসুফ খান P.O জনাব মোঃ শাহজাহান P.O ২০-০৬-২০০৭খ্রিঃ	০৭-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল করা হয়। মামলা দায়ের করা হয়নি। ৩০-১২-২০০৪খ্রিঃ তারিখে ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক ১৫-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমুদয় যন্ত্রপাতি বিক্রি করে আত্মসাৎ করা হয়।

পরিশিষ্ট - ছ
অনুচ্ছেদ - ৭

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স ফজলুর রহমান এন্ড কোং লিঃ এর বর্তমান দায়ের বিবরণী।

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	মঞ্জুরী নং ও তাং	ঋণ সীমা	মেয়াউত্তীর্ণের তারিখ	সুদের হার	মার্জিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মেসার্স ফজলুর রহমান এন্ড কোং লিঃ	সিসি(হাঃ)	প্রশা/ঋণ/সিসি/১৩৩/১০ তাং-২৮-১২-২০১০খ্রিঃ	৫.৮০ কোটি	৩০-১২-২০১১খ্রিঃ	১৩%	৫০%

৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য টাকা			৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়কৃত টাকা		
আসল	সুদ	মোট	আসল	সুদ	মোট
৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫,৮০,০০,০০০	১,০৯,৭৪,৩০০	৬,৮৯,৭৪,৩০০	–	২০,৯০,৮১০	২০,৯০,৮১০

৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অনাদায়ী টাকা			জামানত/সহজামানত	মন্ড়ব্য
আসল	সুদ	মোট		
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৫,৮০,০০,০০০	৮৮,৮৩,৪৯০	৬,৬৮,৮৩,৪৯০	নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া মৌজার ২৪ শতক জমি ও তদস্থিত ২২৮০ বর্গফুটের ৪ তলা ভবন এবং ১৩ শতক জমি ও তদস্থিত ৩৫০৮ বর্গফুটের দোতলা ভবন। মূল্য ৮.৬১কোটি টাকা।	সর্বশেষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কর্তৃক অনুমোদিত।

পরিশিষ্ট -জ
অনুচ্ছেদ - ৮

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স এসারসন ডিজাইনার্স লিঃ এর অনাদায়ী ডিমান্ড লোনের বিবরণী

ঋণগ্রহীতার নাম	মঞ্জুরীপত্র নং ও তাং	ঋণ সীমা	জামানত	এলসি নং ও তাং
১	২	৩	৪	৫
মেসার্স এসারসন ডিজাইনার্স লিঃ হাজী সর্দ্দও আলী কমপে- ক্স,মিরের বাজার পূর্বাইল,জয়দেবপুর ,গাজীপুর।	প্রশা/বৈবাবি/০১৩/ ২০০৮ তাং-০৫-০২- ২০০৮খ্রিঃ	২০,০০,০০০	ফরিদপুরস্থ গোয়ালাচামট এলাকার ১০ শতাংশ জমি মূল্য- ২০,০০,০০০/- টঙ্গীস্থ মরকুন মৌজায় ৪.৯০ শতাংশ জমি মূল্য- ৪,৫০,০০০/- FDR=১০,০০,০০০/-	DOCG-৩০৩৯৩৬ তাং-২৭-১০-২০০৮খ্রিঃ ১১০১৭৩১৪M০০৫৫৭৫ তাং-০৭-১১-২০০৮ খ্রিঃ LCIMP/১২১৯৮/০৮ তাং-০৮-১২-২০০৮খ্রিঃ ১১০১৭৩১৪M০০৫৫৭৫ তাং-০৭-১১-২০০৮খ্রিঃ IT২৭৭৭৯১০০৪৭ তাং-৩০-০১-২০০৯খ্রিঃ ঐ তাং- ঐ ঐ তাং- ঐ N১০০৮৬৭৬৩ তাং-২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ IC৬৯০১৮০H তাং-২৯-০৬-২০১০ খ্রিঃ ঐ তাং- ঐ IC৬৯০১৮০H তাং- ঐ N১০০৮৬৭৬৩ তাং-২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ

ব্যাক টু ব্যাক এলসি নং ও তাং	আইএফ বিসি নং ও তাং	ডিমান্ড লোনের পরিমাণ	৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ পর্যন্ড় চার্জকৃত সুদ	মোট	আদায়
৬	৭	৮	৯	১০	১১
০০০১/০৮/০৪/৩৭১৭ তাং-১৩-১১-২০০৮খ্রিঃ	৪০৯৮/০৮	১৫,৩৮,৬৭৫	২৬,৩৬,৭৫৮	২,৯৮,৬৫,৮৩০	১,২০,৭৪,৩৩৩
০০০১/০৮/০৪/৩৭৬৯ তাং-১৮-১১-২০০৮ খ্রিঃ	৩৯১৮/০৮	১১,৫৫,৮৮৯			
০০০১/০৮/০৪/৪২০৮ তাং-২৮-১২-২০০৮ খ্রিঃ	৭১৬/০৯	৩,৬৯,৯৪৬			
০০০১/০৮/০৪/৩৭৬৯ তাং-১৮-১১-২০০৮ খ্রিঃ	১১৯৮/০৯	৬,৯৫,৪৪৯			
০০০১/০৮/০৪/০৫৩০ তাং-১২-০২-২০০৯ খ্রিঃ	৬১৪/০৯	৪০,০৫,৪৩৫			
০০০১/০৮/০৪/১২৭৬ তাং-২৯-০৪-২০০৯ খ্রিঃ	১৪১৮/০৯	৮,৫৯,৪৩০			
০০০১/০৮/০৪/১২৭৪ তাং-২৯-০৪-২০০৯ খ্রিঃ	১৬৭৫/০৯	৬,৫১,৫৭১			
০০০১/১০/০৬/০১৮৭ তাং- –	৫১৬/১০				
০০০১/১০/০৬/০১৯৭ তাং- –	৫২৫/১০	৮৬,৫০,৬৯৭			
০০০১/১০/০৪/১৬৫৪ তাং- নাই	৫৩২/১০				
০০০১/১০/০৪/১৭৬৩ তাং- নাই	১৭৯৯/১০				
০০০১/১০/০৪/১৭৬৪ তাং- নাই	২০৪৪/১০	৮২,০৮,৫১৬			
০০০১/১০/০৪/১৭৬৬ তাং- নাই	২০৩৩/১০				
	২০৯৩/১০				
	১৭৮৪/১০	১০,৯৩,৪৬৪			
	মোট=	২,৭২,২৯,০৭২			

৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ পর্যন্ড় অনাদায়ী টাকা	৩১-০৫-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ড় দায় স্থিতি(পত্র নং- প্রশা/বৈবাবি/এসকিউ/৪৯/২০১২ তাং-২২-০৫-২০১২খ্রিঃ)	শ্রেনীকরণের অবস্থা	মন্ড়ব্য
১২	১৩	১৪	১৫
১,৭৭,৯১,৪৯৭	২,০৭,৩৯,০০০	বি.এল.	সুদের হার প্রচলিত নিয়মে

পরিশিষ্ট - ঝ
অনুচ্ছেদ - ৯

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা মতিঝিল, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স যশোর কর্পোরেশন লিঃ এর দায়ের বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের ধরণ	মঞ্জুরী নং ও তাং	ঋণ সীমা	ঋণের মেয়াদ	সুদের হার	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মেসার্স যশোর কর্পোরেশন লিঃ	প্রকল্প ঋণ (দীর্ঘমেয়াদী)	শিঋবি-১/মূল্যায়ন/৫০৬/২০০৬ তাং-২৭-০৬-২০০৬খ্রিঃ	৪২৭.৭৬ লক্ষ	১০-০৭-২০১২খ্রিঃ	১২.৫	৬ মাস বাস্ড়বায়নকাল,৬ মাস রেয়াতীসহ মোট ৬ (ছয়)বছর
	সিসি(হাঃ)	প্রশা/ঋণ/যশোর কর্পোঃ/৬৩/০৯ তাং-৩০-০৭-২০০৯খ্রিঃ	২০০ লক্ষ	৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ	১১.৫০	

বিতরণকৃত ঋণ	বর্তমান মূল ঋণ	সুদ	বর্তমান দায়	মোট দায়	সর্বশেষ জমার তারিখ	জামানত ও সহজামানত
৮	৯	১০	১১(৯+১০)	১২	১৩	১৪
৪০৯.২২লক্ষ	৩,৬৩,৫৭,৩০৮	১,৬৭,০৭,৪৬৭	৫,৩০,৬৪,৭৭৫	৮,১১,৮৬,৩৩০	২৩-০৬-২০১০খ্রিঃ	৩০.৮৮ শতক জমি ২০০৪ সালে মূল্যায়ন ১.২৬কোটি টাকা ২০০৯ সালে মূল্যায়ন ২.২৭কোটি টাকা
২০০ লক্ষ	২,০০,০০,০০০	৮১,২১,৫৫৫	২,৮১,২১,৫৫৫		কোন জমা নাই	

ঋন প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ড়ব্য
১৫	১৬
ক. জনাব ম. বজলুর রহমান DGM খ. এ.এস.এম. ওয়ালীউল-াহ AGM গ. জনাব মোঃ মশিউর আলী ব্যবস্থাপক	ঋণ হিসাবগুলি ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত। ১৫-০৭-২০০৯খ্রিঃ পুনঃতফসিল করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ঞ
অনুচ্ছেদ - ১০

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা কার্যালয়, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০১০ ও ২০১১
মেসার্স গচিহাটা এ্যাকোয়া কালচার ফার্মস লিঃ এর বর্তমান স্থিতির বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের ধরণ	ঋণ সীমা	বিতরণের তারিখ	মেয়াউত্তীর্ণের তারিখ	শ্রেনীকরণের ধরণ	অবলোপনকৃত ঋণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মেসার্স গচিহাটা এ্যাকোয়া কালচার ফার্মস লিঃ	প্রকল্প ঋণ সিসি (হাঃ) সিসি (পে- জ) সিসি (হাঃ)	৮.২২কোটি ৫.৩০কোটি ১.০০কোটি ৩.২৫কোটি	২৮-১২-১৯৯৪ খ্রিঃ ২৮-০৪-২০০৪ খ্রিঃ ১২-০৪-২০০৫ খ্রিঃ ১৭-০১-২০০১ খ্রিঃ	৩১-১২-২০০৯খ্রিঃ ১৭-০৫-২০০৫খ্রিঃ ৩১-১২-২০০৪খ্রিঃ ১৪-১০-২০০২খ্রিঃ	মন্দ ও ক্ষতি জনক	৬,৩৭,৯০,৭৯৪ ৬,০৩,৯৭,৩৪০
					মোট=	১২,৪১,৮৮,১৩৪

লেজার স্থিতি	অবলোপন+লেজার স্থিতি	অনারোপিত সুদ	সহ জামানত	ঋণ প্রদানকারী ব্যবস্থাপক
৮	৯	১০	১১	১২
৮,৫৮,৬৬,৮০০ ৬,৯৪,০৭,০২৫ ১,২২,৭৫,৪৩১	১২,৪১,৮৮,১৩৪ + ১৬,৭৫,৪৯,২৫৬	১১,৭২,৮৪,৬৮৩ (যা আলাদা রাখা হয়েছে,হিসাব ভূক্ত হয়নি)	১৫৮.৮০ একর জমি, মূল্য- ৩০০০ লক্ষ	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান AGM(ret) জনাব মোঃ শাহজাহান DGM(ret) জনাব এ.এস.এম. ফরিদুজ্জামান AGM(ret)
মোট=১৬,৭৫,৪৯,২৫৬	মোট=২৯,১৭,৩৭,৩৯০			

পরিশিষ্ট - ট
অনুচ্ছেদ - ১১

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা,ঢাকা
হিসাব সাল: ২০০৯ ও ২০১০
মেসার্স সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিঃ কে প্রদত্ত ঋণের বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	মঞ্জুরীপত্রের নং ও তারিখ	ঋণের প্রকার	ঋণ সীমা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মেসার্স সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিঃ উাড়ী নং-১৫,১৬রোড নং-১১৩/এ,গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।	নং-রমনা/অগ্রিম/প্রকল্প ঋণ/১৫০৩/০৮ তাং-০৫-১১-২০০৮খ্রিঃ	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন ঋণ	২১,৫৩,০৭,০০০	২১,৫৩,২০,৪০৮

বিতরণের তারিখ	মার্জিন	মেয়াদ	সুদের হার	২৪-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ		
				আসল	সুদ	মোট
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০৫-১১-২০০৮খ্রিঃ	–	২৬-০৫-২০১৩খ্রিঃ	১৩%	২১,৫৩,২০,৪০৮	১০,৫৫,৬১,৪৬৯	৩২,০৮,৮১,৮৭৭

২৪-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় আদায়কৃত টাকার পরিমাণ			২৪-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অনাদায়ী টাকার পরিমাণ			জামানত
আসল	সুদ	মোট	আসল	সুদ	মোট	
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
–	৫,৯২,০০,০০০	৫,৯২,০০,০০০	২১,৫৩,২০,৪০৮	৪,৬৩,৬১,৪৬৯	২৬,১৬,৮১,৮৭৭	জমির পরিমাণ-১০ কাঠা ১৪ ছটাক মূল্য-৩০৭৯.০২লক্ষ টাকা। ২১-০২-২০০৮খ্রিঃ

পরিশিষ্ট - ঠ
অনুচ্ছেদ - ১২

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০০৯ ও ২০১০
আয়শা ফ্লাওয়ার এন্ড ডাল মিল্‌স লিঃকে প্রদত্ত ঋণের বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	মঞ্জুরীপত্রের নং ও তারিখ	ঋণের প্রকার	ঋণ সীমা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	আয়শা ফ্লাওয়ার এন্ড ডাল মিল্‌স লিঃ ২১,রাজউক এভিনিউ(৪র্থ তলা) বিআরটিসি ভবন,মতিঝিল,ঢাকা; কারখানা:-মৌজা-ভুইগড়,কুতুবপুর,থানা-ফতুল-া,নারায়নগঞ্জ।	নং-রমনা/অগ্রিম/সিসি/২৪/১০ তাং-১৯-০৯-২০১০খ্রিঃ	ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো)	৩,০০,০০,০০০	২,৯৯,৯২,৬৫৮

বিতরণের তারিখ	মার্জিন	মেয়াদ	সুদের হার	২৯-০৯-২০১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ		
				আসল	সুদ	মোট
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯-০৯-২০১০খ্রিঃ	৩০%	৩১-০৮-২০১১খ্রিঃ	১৩%	২,৯৯,৯২,৬৫৮	৩১,৭৬,৪৬০	৩,৩১,৬৯,১১৮

২৯-০৯-২০১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় আদায়কৃত টাকার পরিমাণ			২৯-০৯-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অনাদায়ী টাকার পরিমাণ			জামানত
আসল	সুদ	মোট	আসল	সুদ	মোট	
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
–	১৪,৭৫,০০০	১৪,৭৫,০০০	২,৯৯,৯২,৬৫৮	১৭,০১,৪৬০	৩,১৬,৯৪,১১৮	জমির পরিমাণ-১৭০.৬৭ শতাংশ মূল্য-১২.৪৩ কোটি টাকা।

পরিশিষ্ট - ড
অনুচ্ছেদ - ১৩

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন শাখা,ঢাকা
হিসাব সাল ঃ ২০০৯ ও ২০১০
মেসার্স সাঈদ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর অনাদায়ী প্রকল্প ও সিসি (হাঃ) ঋণের বিবরণী

গ্রাহকের নাম	ঋণের প্রকার	মঞ্জুরীপত্রের নং ও তারিখ	ঋণ সীমা	মেয়াদ	প্রকল্প ঋণ পুনঃতফসিল নম্বর ও তাং	পুনঃতফসিলকৃত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মেসার্স সাঈদ টেক্সটাইল মিল্স লিঃ জনাব মোঃ আবু সাঈদ মিয়া,ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকল্প ঋণ সিসি (হাঃ)	ডশঋবি-২/মঞ্জুরী/ সাঈদ টেক্স/০২/২০০৭ তাং-৩১-০১-২০০৭খ্রিঃ ঈুনঃ/সিসি/০০১/১১ তাং-০২-০২-২০১১খ্রিঃ	৮.৬০কোটি টাকা ২.৫০কোটি টাকা	২৭-০৫-২০১৪খ্রিঃ ৩০-১০-২০১১খ্রিঃ	ঈুন/শিল্প ঋণ/৯৯/০৯ তাং-২১-১০-২০০৯খ্রিঃ গুদেও হার-১১%	৬,৮৩,০০,০০০ ২.৫০কোটি টাকা

৩০-১০-২০১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ			৩০-১০-২০১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় আদায়কৃত টাকার পরিমাণ		
আসল	সুদ	মোট	আসল	সুদ	মোট
৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৭,০৪,৭৮,৮৩৯	১,৬৬,৬০,১৬৮	৮,৭১,৩৯,০০৭	৩০,৫৯,৯৪০	২৯,৭৯,৬০৩	৬০,৩৯,৫৪৩
২,৫০,০০,০০০	৩৬,৪৬,৭৯২.৭৫	২,৮৬,৪৬,৭৯৩	--------	৭০,০০০	৭০,০০০

৩০-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অনাদায়ী টাকার পরিমাণ			সহ-জামানত
আসল	সুদ	মোট	
১৪	১৫	১৬	১৭
৬,৭৪,১৮,৮৯৯	১,৩৬,৮০,৫৬৫	৮,১০,৯৯,৪৬৪	জমির পরিমাণ-৬৮ শতক মূল্য-২০০ লক্ষ টাকা।
২,৫০,০০,০০০	৩৫,৭৬,৭৯৩	২,৮৫,৭৬,৭৯৩	
	মোট=	১০,৯৬,৭৬,২৫৭	

গ্রাহকের নাম	রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর	তারিখ	শিপমেন্ট এর তারিখ	মেয়াদ	ডিমান্ড লোন
১	২	৩	৪	৫	৬

মেসার্স সাঈদ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	১৮১৪১০০৪০৩৬০	১৪-০৭-২০১০খ্রিঃ	০১-০৮-২০১০খ্রিঃ	১৫-০৮-২০১০খ্রিঃ	০২/১১
	০৯৩০১০০৪১৯১৪	৩০-০৮-২০১০খ্রিঃ	২০-০৯-২০১০খ্রিঃ	০৫-১০-২০১০ খ্রিঃ	০৩/১১
	১৮১৭১০০৪০১১৫	২৩-০৮-২০১০খ্রিঃ	৩০-০৯-২০১০খ্রিঃ	১৫-১০-২০১০ খ্রিঃ	০৪/১১
	১২৭৩১০০৪০১৩০	২৬-০৮-২০১০খ্রিঃ	০১-১০-২০১০খ্রিঃ	১৫-১০-২০১০ খ্রিঃ	০৫/১১
	০০০২১০০৪০৯১৪	৩০-০৮-২০১০খ্রিঃ	২০-০৯-২০১০খ্রিঃ	০৫-১০-২০১০ খ্রিঃ	০৬/১১
	১১৪০১০০৪০০৬৮	০৪-১০-২০১০খ্রিঃ	১৫-১১-২০১০খ্রিঃ	২৫-১১-২০১০ খ্রিঃ	০৭/১১
	০৩৩৮১০০৪১০১৩	১৪-১১-২০১০খ্রিঃ	১৫-১২-২০১০খ্রিঃ	৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ	০৮/১১
	১৯৪৯১০০৪৫৫৪৮	১৫-১১-২০১০খ্রিঃ	৩০-১২-২০১০খ্রিঃ	১৪-০১-২০১১ খ্রিঃ	০৯/১১
	০০৯৩১০০৪৭২৮৭	২৮-১২-২০১০খ্রিঃ	৩০-০১-২০১১খ্রিঃ	০৬-০২-২০১১ খ্রিঃ	১২/১১

ডিমান্ড লোন সৃষ্টির তারিখ	ঋণের পরিমাণ	২৩/১০/২০১১খ্রিঃ তারিখে দায়	ডিমান্ড লোন সৃষ্টির কারণ	এলসি খোলার অনুমোদনকারী কর্মকর্তা	ডিমান্ড লোন অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪-০৩-২০১১	৩৭,০৮,৯১৫	৩৫,০১,১৬৩.৪২	রপ্তানি ব্যর্থতা	জনাব মোঃ হরমুজ মিয়া প্রাক্তন ডিজিএম	বর্তমান শাখা প্রধান
১৬ও২১-০৩-২০১১	১৯,৮২,৪৯৭	২১৪১২৮৪	”		
১৬ও২০-০৩-২০১১	১৭,০০,৬৬২	১৮৩৭০১৪	”		
২০-০৩-২০১১	৪,৩৬,৫৪০	৪৭১০৬৩	”		
২১-০৩-২০১১	১২,৮৪,০০০	১৩৮৫৯০৭	”		
২১-০৩-২০১১	৯,৪৮,৭০৮	১০২৩৩৬৬	”		
১২-০৪-২০১১	১৩,১৭,৬০০	১৪০৯৮৩৩	”		
১২-০৪-২০১১	৮২,৭১,৫৬২	৮৮৫৪৭২৫	”		
২০-০৭-২০১১	৮,৯৯,২৫০	৯২৬৫৭৮	”		
	মোট=	২,১৫,৫০,৯৩৩			

সর্বমোট –(১০,৯৬,৭৬,২৫৭ + ২,১৫,৫০,৯৩৩) = ১৩,১২,২৭,১৯০ টাকা

পরিশিষ্ট - ঢ
অনুচ্ছেদ - ১৫

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়,দিনাজপুর
হিসাব সাল ঃ ২০০৯ হতে ২০১১।
মেসার্স এম.আর.রাইস মিল্‌স (প্রাঃ লিঃ) কে বহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করত: ঋণের অর্থ অন্যত্র ডাইভার্টপূর্বক খেলাপী জনিত ক্ষতির বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শাখার নাম	মালিক উদ্যোক্তার নাম	ঋণের প্রকৃতি	ঋন মঞ্জুরীর তারিখ	লিমিট	উত্তোলন তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	মেসার্স এম.আর.রাইস মিল্‌স (প্রাঃ লিঃ) মালদহটট্টি শাখা।	ক। মোঃ নর ল মঈন মিনু ব্যবস্থাপনা পরিচালক;৬০% খ। মিসেস মিনারা বেগম;৪০%	সিসি (হাঃ)	০৪-০৫-০৮খ্রিঃ	১৫০০০০০০	১১-০৫-০৮খ্রিঃ	৩১-০৩-০৯খ্রিঃ
			সিসি (পে- জ)	০৪-০৫-০৮খ্রিঃ	৪৫০০০০০০	১১-০৫-০৮খ্রিঃ	৩১-০৩-০৯খ্রিঃ

এসএমএ চিহ্নিত হওয়ার তারিখ	শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ	বিএল হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার তারিখ	মূল ঋণ	আরোপিত সুদ	অনারোপিত সুদ	অন্যান্য খরচ	সর্বমোট পাওনা/ক্ষতি
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩০-০৬-০৯খ্রিঃ	৩০-০৯-০৯খ্রিঃ	৩০-০৩-১০খ্রিঃ	১২৮২৭৮৫৯/৮৮	৪৪৪২৬০৬	৫০৩১৮৯৮	৯৪০৮	২২৩১১৭৭১/৮৮
৩০-০৬-০৯খ্রিঃ	৩০-০৯-০৯খ্রিঃ	৩০-০৩-১০খ্রিঃ	১৬৭৬৬৯২০	১২৩৮৬৪২০	৯৮৯৯২৫৭	১৮৫১৩৮	৩৯২৩৭৭৩৫
						মোট ক্ষতি	৬১৫৪৯৫০৬/৮৮

পরিশিষ্ট - ণ
অনুচ্ছেদ - ১৭

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়,দিনাজপুর
হিসাব সাল ঃ ২০০৯ হতে ২০১১
মেসার্স এম.আর. ফ্লাওয়ার মিল্‌স কে প্রদত্ত ঋণের খেলাাপী জনিত ক্ষতির বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শাখার নাম	ঋণ প্রদানকারী শাখার নাম	ঋণের প্রকৃতি	ঋন মঞ্জুরীর তারিখ	লিমিট	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	মেসার্স এম.আর ফ্লাওয়ার মিলস্ প্রোঃ মিসেস মিনারা বেগম।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ;মুন্সিপাড়া শাখা;দিনাজপুর	শিল্প ঋণ	২৯-০৬-২০০৪খ্রিঃ পুনঃতফসিলের তাং-১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ	১৬১৬৩০০০ ১৭৩০৯২৩২	২০-১০-২০১২ ২০-১০-২০১৪	৩০-১২-২০০৯ কিস্তি় খেলাপী জনিত কারণে
২।	”	”	সিসি (হাঃ)	২৬-০৫-২০০৫খ্রিঃ নবায়ন তাং-১৬-০৭-২০০৭ নবায়ন মঞ্জুরী তাং-১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ	৬০০০০০০ ” ২০০০০০০০	২৩-০৬-২০০৬ ৩১-০৫-২০০৮ ৩০-০৬-২০০৯	৩০-১২-২০০৯
২।	”	”	ডসসি (পে- জ)	১৬-০৭-০৭খ্রিঃ ১৪-০৯-২০০৮খ্রিঃ নবায়ন কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি	৯০০০০০০ ২০০০০০০০	গৃহিত হয়নি ৩০-০৬-২০০৯	৩০-১২-২০০৯

মূল ঋণ	আরোপিত সুদ	অনারোপিত সুদ	অন্যান্য খরচ	সর্বমোট পাওনা/ক্ষতি
৯	১০	১১	১২	১৩
১০৬১১৮৯১	৮৩০৬৫২৩	২৬৮১৮৭৯	১৬৩৫০	২১৬১৬৬৪৩
১৮৯৯৯৫৪৩	৪৮৫৯৮১২	৪৯৯৩৯৭৬	১২১৬০	২৮৮৬৫৪৯১
২১৮৮৯০০	১০৬৬৩১১	৮৬৮২১০	১৪৪৮৪৫	৪২৬৮২৬৬
			মোট ক্ষতি=	৫৪৭৫০৪০০

পরিশিষ্ট - ত
অনুচ্ছে - ১৮

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়,দিনাজপুর
হিসাব সাল ঃ ২০০৯ হতে ২০১১

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও ঝুঁকি বিবেচনা না করে মেসার্স উত্তরা হিমঘর লিঃ কে জামানতে ২য় চার্জ এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করত: মূল উদ্যোক্তা দেশান্ড্রী হওয়ায় এবং খেলাপীতে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও আইনী ব্যাবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষতির বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শাখার নাম	উদ্যোক্তার নাম	ঋণের প্রকৃতি	ঋন মঞ্জুরীর নং ও তারিখ	লিমিট	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	এস.এম.এ হওয়ার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	মেসার্স উত্তরা হিমঘর লিঃ; মালদহপট্টি শাখা।	জনাব মোঃ নুর নেওয়াজ,নির্বাহী পরিচালক	সিসি (পে- জ)	১১৭/২৬/০৮ ১৫-০৪-২০০৮	২৭৫০০০০০	৩০-১১-২০০৮	২৮-০২-২০০৯

শ্রেণীকৃত হওয়ার তারিখ	বিএল হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার তারিখ	মূল ঋণ	আরোপিত সুদ	অনারোপিত সুদ	অন্যান্য খরচ	মোট পাওনা/ক্ষতি	আদায়	নীট পাওনা/ক্ষতি
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩০-০৬-২০০৯	৩০-১২-২০০৯	১৭৪৮২৯০০	৬০১৩৪১৫	৬১১৬০০০	৫২৪৬১৯	৩০১৩৬৯৩৪	৭০০০০০	২৯৪৩৬৯৩৪

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
বছর ঃ ২০০৯ ও ২০১০

পরিশিষ্ট-থ-১
অনুচ্ছেদ-২০

আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আমানত ও বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণ ঃ (কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	হিসাবের সাল		
		২০১০	২০০৯	২০০৮
১	আমানতের পরিমাণ	২০৬৩২.৬০	১৬৬২৮.৩৬	১৪৬৮১.৪৬
২	মোট ঋণ ও অগ্রিম	১৬৩২৫.৬২	১২২২৩.৬১	১১৩৩৬.২৩
৩	মোট বিনিয়োগের পরিমাণ	৪৩৯১.৬৩	৪০৮৯.৭২	২৯৩২.৯৮
৪	মোট শাখার সংখ্যা	৮৬৭টি	৮৬৭টি	৮৬৭টি
৫	লাভজনক শাখার সংখ্যা	৭৮৭টি	৭৭১টি	৭৮৬টি
৬	লোকসানী শাখার সংখ্যা	৮০টি	৯৬টি	৮১টি

পরিশিষ্ট-থ-২
অনুচ্ছেদ-২০

আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়, ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিবরণ ঃ (কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**হিসাবের সাল**		
		২০১০	**২০০৯**	**২০০৮**
১	মোট আয়	১৬৯৩.০২	১০২৮.৩৪	৯৭৩.৯২
২	মোট ব্যয়	৬০৬.৮২	৩৮৩.৯০	৩৪০.৯৫
৩	মোট লাভ	১০৮৬.২০	৬৪৪.৪৪	৬৩২.৯৭
৪	মোট প্রভিশন	৩১২.৫৩	১৮৫.৭৩	৩৪৩.৯২
৫	মোট লাভ (কর পূর্ব)	৬৪০.৭২	১১০.৮৪	২৮৯.০৫
৬	প্রভিশন ও বিলম্বিত কর	২৮৯.০৫	২১৪.৯২	২৪.৪৩
৭	নিট লাভ (কর পরবর্তী)	৩৫১.৬৮	১৩৫.৫৫	২৬৪.৬২

পরিশিষ্ট-থ-৩
অনুচ্ছেদ-২০

ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান ঃ (কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	হিসাবের সাল		
		২০১০	**২০০৯**	**২০০৮**
১	মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ	১৬৩২৫.৬২	১২২২৩.৬১	১১৩৩৬.২৩
২	শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ	২১০২.০৬	২৩৭৩.৯৩	২৫৪৮.৯২
৩	শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ	৯৫৭.০০	৭৪৯.০০	১৩৮৮.৮৯
৪	মন্দ ও কু-ঋণের পরিমাণ	১৭৩৭.৫৬	২০৬৩.৪৯	২২৭২.০৬
৫	অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	২৭০.০১	১৩৭.৩৫	৮৮৭.০৫
৬	অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ	৫৮.৭২	২৩.১১	৭.১৭

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
বছর ঃ ২০০৯ ও ২০১০

পরিশিষ্ট-থ-৪
অনুচ্ছেদ-২০
(কোটি টাকা)

পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বর্তমান অবস্থা ঃ

নিরীক্ষা বছর	মোট অনুঃ সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ	মীমাংসিত অনুঃ সংখ্যা	মীমাংসিত টাকার পরিমাণ	মীমাংসিত অনুঃ সংখ্যা	অমীমাংসিত আপত্তিতে জড়িত মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭৫	১৪	৬৪৯.৫১	১৪	৬৪৯.৫১	--	--
১৯৭৬-৭৭	১৫	১২২.২৬	১৩	১১৩.২৬	০২	৯.০০
১৯৭৮	১৪	৮৩.২৭	১২	৮৩.২৫	০২	০.০২
১৯৭৯	১৭	১৭.৬৫	১২	৮.৮৮	০৫	৮.৭৭
১৯৮০	১৭	৩৩১.৫৭	১৪	২৭৩.১১	০৩	৫৮.৪৬
১৯৮১	১১	৩৯৯০.৯৯	০৬	৩৭৯৫.৭৩	০৫	১৯৫.২৬
১৯৮২	০৭	১৭.০৯	০৪	৭.৫৬	০৩	৯.৫৩
১৯৮৩	১৬	৫৬৯৮.৩৮	১১	৪০২.৩৫	০৫	৫২৯৬.০৩
১৯৮৪	১৯	৩৬১৮.০৮	০৭	১১.৩০	১২	৩৬০৬.৭৮
১৯৮৫	১৬	১০৪৯৬.১৬	০৭	৮.২২	০৯	১০৪৮৭.৯৪
১৯৮৬	২০	১০৩৫৪.৫৬	০৬	৫৮৩৯.৯৫	১৪	৪৫১৪.৬১
১৯৮৭	১০	৬৫৫.৯৯	০৩	২৩২.৪৬	০৭	৪২৩.৫৩
১৯৮৮	১৬	১৮২৪২.৯৫	০৭	১৩০০.৩৯	০৯	১৬৯৪২.৫৬
১৯৮৯	১৩	২৪.২৭	০৬	৪.২৯	০৭	১৯.৯৮
১৯৯০	২১	৭৯৮৯.৮৬	০২	২.১১	১৯	৭৯৮৭.৭৫
১৯৯১	১৯	১৭৭৪৭.২৩	০৬	৭১০.৫৭	১৩	১৭০৩৬.৬৬
১৯৯২	১৯	৪৭৫৩.৮১	০৩	১৩৮.৫৮	১৬	৪৬১৫.২৩
১৯৯৩	১৫	১৪৯.৮৪	০৭	৭৭.৯০	০৮	৭১.৯৪
১৯৯৪	২১	১৭৭৭৩.৮৩	০৯	২৪.৪০	১২	১৭৭৪৯.৪৩
১৯৯৫	১৪	২৮১৯.৭৩	০৪	১.৬০	১০	২৮১৮.১৩
১৯৯৬	১৬	১৮২৩.৯১	০৬	১৩.০২	১০	১৮১০.৮৯
১৯৯৭	১৭	৪১৫১.৩৪	০৮	৫৩৩.৪৪	০৯	৩৬১৭.৯০
১৯৯৮	২৪	২৯৬৯৬.১৭	১৪	২৫১৯১.৩৬	১০	৪৫০৪.৮১
১৯৯৯	২১	১৮৪৩.৮৬	০৭	১০৭.৫০	১৪	১৭৩৬.৩৬
২০০০	১৪	৬৩৩৯.৭১	০২	২২১৬.৩৯	১২	৪১২২.৯২
২০০১	২১	২৭৩৯.৮৫	০৫	১৮৭৮.৯০	১৬	৮৬০.৯৫
২০০২	১৬	১২১৬৩.৫০	--	--	১৬	১২১৬৩.৫০
২০০৩	১৮	১৮৪.০২	০২	১৩.১২	১৬	১৭০.৯০
২০০৪	১৮	৫৮০৯.৩০	০২	৭৬৫.১৮	১৬	৫০৪৪.১২
২০০৫	১৫	৭৩৯২.৮৮	--	--	১৫	৭৩৯২.৮৮
২০০৬	১৫	১৫৮৭৭.২০	--	--	১৫	১৫৮৭৭.২০
২০০৭	২০	২১৭৫৩.৩৩	০২	৩২৭৫.৪৫	১৯	১৮৪৭৭.৮৮
২০০৮	২০	১৮২৯২.০৯	--	--	২০	১৮২৯২.০৯
২০০৯	২৩	১১৯৮৮.৭১	০২	৩৫.৭১	২১	১১৯৫৩.০০
মোট	**৫৭২**	**২৪৫৫৯২.৫০**	**২০৩**	**৪৭৭১৫.৪৯**	**৩৬৯**	**১৯৭৮৭৭.০১**

পরিশিষ্ট-থ-৫
অনুচ্ছেদ-২০

ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য **(কোটি টাকায়)**

ক্রমিক নং	হিসাবের সাল	ঃ-	অগ্রণী ব্যাংক লি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।		
		ঃ-	২০০৯ ও ২০১০		
	মূলধন ও দায় দায়িত্ব	ঃ-	**২০১০**	**২০০৯**	**২০০৮**
০১।	মূলধন	ঃ-	১১২২.৩৪	৮৪২.৭৬	৩৬৫.২৩
০২।	আমানত	ঃ-	২০৬৩২.৬০	১৬৬২৮.৩৬	১৪৬৮১.৪৬
০৩।	ঋণ ও অন্যান্য দায়	ঃ-	৪২৮০.৮৭	৩৬৩৩.৮৩	৩৪০৯.১৯
০৪।	পুঞ্জীভূত লাভ	ঃ-	৪৪৯.৩৯	৭৩.৯৬	২৭৬.৬৯
	সম্পদ ও পরিসম্পদ				
০৫।	স্থায়ী পরিসম্পদ	ঃ-	৫৪৩.৫৯	২৮৭.৮৭	২৫৩.০৮
০৬।	বিনিয়োগ ও প্রাপ্য	ঃ-	২৫৬৮১.৩৭	২০৭৩১.২৩	১৮২৭১.৫১
০৭।	ক্যাশ	ঃ-	২৬০.২৪	১৫৯.৮১	২০৭.৯৮
০৮।	পুঞ্জীভূত ক্ষতি	ঃ-	-	-	-
	আয় ও ব্যয়	ঃ-			
০৯।	মোট আয়	ঃ-	২৪০১.৬৯	১৬৩৬.৭০	৯৭৩.৯২
১০।	মোট ব্যয়	ঃ-	১৩১৫.৪৯	৯৯২.২৬	৩৪০.৯০
১১।	(+) নিট লাভ/(-) নিট ক্ষতি	ঃ-	৩৫১.৬৮	১৩৫.৫৫	২৬৪.৬২

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ২০১১ পর্যন্ড় বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্ড়ব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উলি-খিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্ড়ারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশি-ষ্ট প্রমাণক ও বিস্ড়রিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্ড়র্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ.....খ্রিঃ, ঢাকা।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।